CMYK

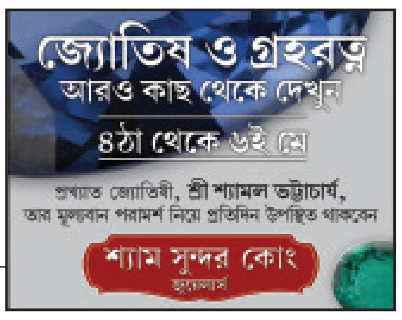

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 May, 2023 ■ আগরতলা ১৩ মে, ২০২৩ ইং ■ ২৯ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল পশ্চিমবঙ্গে

তিন মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হাইকোর্টের নির্দেশ

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) ।। ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। এঁরা সকলেই অপ্রশিক্ষিত। বিচারপতির রায়, আগামী চার মাস তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন। বেতন পাবেন প্যারা টিচার হিসাবে। হাই কোর্টের রায়, রাজ্যকে এই তিন মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে শেষ করতে হবে। বিচারপতি জানিয়েছেন, যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁরা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন।

নিয়োগ না পেয়ে অপ্রশিক্ষিত ১৪০ জন হাই কোর্টে মামলা করেন। তাঁদের দাবি, সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে নম্বর বিভাজন-সহ তালিকা প্রকাশ হয়েছে। সেই তালিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁদের থেকে কম নম্বর পেয়েও অনেক অপ্রশিক্ষিত প্রার্থী চাকরির সুপারিশপত্র পেয়েছেন। তার পরেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্যানেল বাতিল করে 'ঢাকি সমেত বিসর্জন'-এর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

বিচারপতি জানিয়েছিলেন, ২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুরো প্যানেল বাতিল করে দেবেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আমি ঢাকি সমেত বিসর্জন দিয়ে দেব।" ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, "রাজ্যে দুর্নীতির ভূমিকম্প হচ্ছে।" রাজ্য প্রশাসনের উদ্দেশে বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদের কটাক্ষবাণ, "দুর্নীতিতে পশ্চিমবঙ্গ গিনেস বুকে নাম তুলবে।" হাই কোর্টের নির্দেশে রাজ্যে বিপুল সংখ্যক চাকরি বাতিল নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিও।

শুক্রবারই ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই প্রশিক্ষণহীন। বিচারপতির রায়, আগামী ৪ মাস চাকরিচ্যুতরা স্কুলে যেতে পারবেন। বেতন পাবেন পার্শ শিক্ষক বা প্যারা টিচার হিসাবে। হাই কোর্টের রায়, রাজ্যকে এই ৩ মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে শেষ করতে হবে। বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, যাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁরা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁরাও অংশ নিতে পারবেন।

"শাসকদলের নেতারা প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের কাছ থেকে সবাই এ বার টাকা চাইবে।" ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সুজনবাবু এই চাকরি বাতিলের নেপথ্যে টাকার খেলাকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়, "এতগুলো ছেলেপুলের চাকরি গেল, সত্যিই খারাপ লাগছে। কিন্তু এই খারাপ লাগার দায় রাজ্য সরকারের।" চাকরিহারাদের উদ্দেশে সিপিএম নেতার পরামর্শ, "যাঁরা টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করুন।" একই সঙ্গে রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে শূন্যপদ গুলিতে ৩ মাসের মধ্যে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবি তুলেছেন সুজনবাবু। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ১১ সক্রিয় রোগী ৪৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় আবারও বৃদ্ধি হয়েছে। তবে সাথে সুস্থতায় বৃদ্ধি কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১১ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, ছয় জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ১.১৯ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৯১৪ জন মোট ৯২২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ১.১৯ শতাংশ। এদিকে, ৬ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৮ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮১৬১ জন করোনায় আক্রান্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে ত্রিমুখী সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক চালকের, গুরুতর তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মে।। বাস, মারুতি গাড়ি ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বাইক চালকের। দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও তিনজন। ওই ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন পুষ্করবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দমকল কর্মীরা সকলকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইক চালককে মৃত বলে ঘোষনা করেন। বাকি তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসক তাঁদের জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, শুক্রবার বিশ্রামগঞ্জ নতুন পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন পুষ্করবাড়ি এলাকার জাতীয় সড়কে বাস, মারুতি এবং বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে ভয়াবহ দূর্ঘটনার ঘটে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। সাথে সাথে স্থানীয়রা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে তাঁদেরকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইক চালক জিতেন কলই (২১)-কে মৃত বলে ঘোষনা করেন। অম্পি বৈশ্যমনি খামারবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন জিতেন। বাকি ৩ জনের অবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সংঘর্ষে গুরুতর আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। কৈলাসহর থানার ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে চারজন গুরুতর অভাবে আহত হয়েছে। হামলার ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। ফুলবাড়িকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে উত্তর বড়খলা ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় গুরুতর আহত চার।

ওই এলাকার বাসিন্দা আব্দুল কাদিরের জায়গা জবরদখল করার চেষ্টা করে একই এলাকার বাসিন্দা রকমত আলি। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে সালিশি সভা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। গতকাল রাত অনুমানিক নয়টা নাগাদ রকমত আলি এবং তার ছেলে সহ মোট সাত জন

ফুলবাড়িকান্দি

মিলে আচমকাই আব্দুল কাদিরের বাড়িতে প্রবেশ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক মারপিট চালায় আব্দুল কাদিরের পরিবারের উপর। এতে গুরুতর ভাবে আহত হয় আব্দুল কাদিরের পরিবারের মোট চারজন সদস্য। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পাশাপাশি গুরুতর আহত চারজনকে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

যার মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে প্রেরণ করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এ বিষয় নিয়ে গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ কৈলাশহর থানায় আব্দুল কাদির রকমত আলী এবং তার ছেলে সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কৈলাশহর থানায়। কৈলাশহর থানার পুলিশ আব্দুল কাদিরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই সপ্তাহের জন্য জামিন পেলেন ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ১২ মে (হি.স.) ।। তোষাখানা মামলায় বড় স্বস্তি পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল শুক্রবার ইসলামাবাদ হাইকোর্ট তোষাখানা মামলায় সেই অভিযোগের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এদিকে, আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় ইমরাণ খানকে আদালত দুই সপ্তাহের জন্য জামিন মঞ্জুর করেছে।

ইসলামাবাদ হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় গ্রেফতার হওয়ার একদিন পর বুধবার তোষাখানা মামলায় ইমরান খানকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। শুক্রবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমির ফারুকের এজলাসে ইমরান খানের মামলার শুনানি চলছিল। ইমরান খানের আইনজীবী খাজা হারিস আদালতে বলেন, পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন আইন অনুযায়ী তাঁর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলসৈহর বিমানবন্দর চালু নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়ার সাথে সাক্ষাৎ সাংসদ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধবরাও সিন্ধিয়ার কাছে কৈলাসহর বিমানবন্দরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ তিনি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে তাঁর ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই বিপ্লব কুমার দেব কৈলাসহর বিমান বন্দরটি চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়েই ত্রিপুরা সরকারের তরফে প্রস্তাবিত জমির বন্দোবস্ত সহ প্রয়োজনীয় সহায়তারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সর্বশেষ শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে এই দাবি উত্থাপণ করেছিলেন তিনি। এছাড়াও ত্রিপুরার বিমান পরিষেবায় নব সংযোজন সহ বিভিন্ন বিষয়ে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

যতদূর খবর, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ত্রিপুরা সরকারকে নিজ উদ্যোগে এই বিমান বন্দরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন জন্য বলেছিল। কিন্তু সীমিত আর্থিক স্থিতির প্রেক্ষিতে বিশাল অর্থ ব্যয়ে বিমান বন্দর নির্মাণ করা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত পর্যাপ্ত জমি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। এদিনের আলোচনায় বিমানবন্দরটি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামাল চার চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ফের পূর্ব আগরতলা থানা পুলিশের সাফল্য। চুরির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বামাল চোর গ্রেপ্তার। আটক মোট চারজন। চুরির ঘটনাটি ঘটে রাজধানীর মঠ চৌমুহনী এলাকায় দীপক বনিকের দোকানে বৃহস্পতিবার রাতে।

প্রমান লোপাটের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআরও খুলে নিয়ে যায় চোর। শুক্রবার সকালে ঘটনা নজরে আসতেই মালিক পূর্ব আগরতলা থানায় জানান। পুলিস দ্রুততার সঙ্গে তদন্তে নেমে আড়ালিয়া এলাকা থেকে যুবরাজ ঋষিদাস নামে একজনকে আটক করে।তার কাছ থেকে বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এক দোকান থেকেও চুরির জিনিস উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় আরও তিনজনকে জালে তুলে। পুলিসের এই তৎপরতায় খুশি সকলেই।

ছাত্রী গণধর্ষণের প্রতিবাদে সরব রাম-বাম উভয়েই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের প্রতিবাদে সরব হল শাসক দল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। অন্যদিকে বামপন্থীরাও প্রতিবাদে সরব হয়েছে। এই গণধর্ষণের ঘটনায় রাম বাম উভয়েই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করছে।

সংবাদে প্রকাশ, গণধর্ষণ কান্ডে জড়িত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে পশ্চিম জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে শুক্রবার বিক্ষোভে সামিল হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

সংগঠনের সদস্যদের দাবি সম্প্রতি রাম ঠাকুর কলেজের ছাত্রীকে দুর্বৃত্তরা গণধর্ষণ করেছে। এই ঘটনার সাথে যারাই জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এই ধরনের ঘটনা আগামী দিনে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে নজর দিয়ে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছে বলে জানান তারা।

এদিকে, শুক্রবার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবন থেকে গণধর্ষনের ঘটনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বাম সংগঠনসমূহ। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর, প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। পবিত্র কর বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে গণধর্ষণের ঘটনা অভাবনীয়।

এ ধরনের গণধর্ষণের ঘটনা পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি। এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বের হয়ে আসছে আরো বহু রহস্য। আই পি এল -এর জুয়া খেলা ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অকালে প্রয়াত তরুণ টিসিএস আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ত্রিপুরায় তরুণ টিসিএস আধিকারিক কৃশানু দে অকালে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি নিউমোনিয়া আক্রান্ত ছিলেন। আগরতলায় বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে এয়ার অম্বুলেন্সে কলকাতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, আজ সকাল ১১টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান রেখে গেছেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ২০১০ ব্যাচের টিসিএস আধিকারিক কৃশানু দে একাধিক ব্লকের বিডিও হিসেবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস অনুষ্ঠানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে নার্সদের প্রতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে নার্সদের প্রতি আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ আধুনিক নার্সিং পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিক'তিতে পুপা'লি প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান। এবছরের আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসের মূল ভাবনা হলো 'আমাদের নার্স, আমাদের গর্ব'।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে নার্সদের মানবিক হতে হবে। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে তাদের আরও সহনশীল হতে হবে। মা যেমন পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি নার্সরাও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে হাসপাতালকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই প্রত্যেক নার্সকেই মানবসেবায় কাজ করার মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসকগণ প্রধানত নার্সদের উপর নির্ভর করেই সার্জারি সহ নানা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নার্সরা মানবসেবায় বতী থাকেন বলেই তাদের সেবিকা বলা হয়ে থাকে। রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নার্সদের বিরাট অবদান রয়েছে। রাজ্য সরকার নার্সদের প্রাপ্য সম্মান প্রদানেও আন্তরিক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন নার্সিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা প্রদানে নার্সিং কাউন্সিলের নিয়ম নির্দেশিকা পালন করা আবশ্যক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা রাজ্য থেকেই এএনএম, জিএনএম ইত্যাদি নার্সিং কোর্সে পড়াশুনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। আগে সেই কোর্সগুলি বহির্রাজ্য থেকে করতে হতো। নার্সিং পরিষেবা প্রদানে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যে মানবিক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অনুসরণ করে চলার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত নার্সিং পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, করোনা অতিমারীর সময় নার্সরা নিরলসভাবে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেছেন। নার্সরা আন্তরিকতার সাথেই মানুষকে পরিষেবা প্রদান করে থাকেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নার্সদেরও আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। তাতে লাভবান হবেন রাজ্যের জনগণ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বলেন, আধুনিক নার্সিং পরিষেবার প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশেও আজ আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস পালন করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে ফের গরু বোঝাই গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে গাড়ি বোঝাই করে গরু নিয়ে যাওয়ার সময় শুক্রবার ভোরে কুমার ঘাটে আটক করা হয়েছে একটি গাড়ি। এব্যাপারে একই মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। ব্যবসায়ীদের বৈধভাবে গরুর ব্যবসা করতে কোনো বাধা নেই। জানিয়েছেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

কিন্তু একাংশ গরু ব্যবসায়ীরা অবৈধ ভাবে গরু ব্যবসা করে যাচ্ছেন। অবৈধভাবে গাড়ি ভর্তি গরু বোঝাই করে গরু চালান দিচ্ছেন।এই গোরুগুলির জন্য গাড়িতে কোনো খাবারের ব্যবস্থা রাখছেন না। এমনকি কোথাও কোথাও গরু কেনাবেচার বৈধ নথিপত্র পুলিশকে দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ রাজ্যে জাতীয় লোক আদালত ৬৬টি বেঞ্চে উঠবে ১১,৩৪৬টি মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। আগামীকাল ১৩মে ত্রিপুরা উচ্চ আদালত ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে লোক আদালত বসবে। এই লোক আদালতে মোট ৬৬টি বেঞ্চে ১১, ৩৪৬টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত ৫০৭০টি বিষয় এবং আদালতে বিচারাধীন ৬২৭৬টি মামলা রয়েছে।

জাতীয় লোক আদালতে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪৩৯৩টি মামলা, মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ২৯২টি, ভোক্তা আদালত সংক্রান্ত ৮টি মামলা, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের ৬৭৭টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের ৫৫৭৬টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ২১৯টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত (এনআইঅ্যাক্ট) ৯৭টি মামলা, অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ৩৪টি মামলা, অবমাননা সংক্রান্ত ২১টি মামলা এবং জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ১২টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে ৮০টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে।

লোক আদালতে সবচেয়ে বেশী ১১টি বেঞ্চ বসবে আগরতলা আদালত চত্বরে। ইতিমধ্যে মামলার উভয়পক্ষকেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২০৯ ◻ ১৩ মে ২০২৩ইং ◻ ২৯ বৈশাখ ◻ শনিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মণিপুরে হিংসার শেষ কোথায়?

কাশ্মীর নিয়া উদ্বেগের শেষ নাই।গত কয়েক দিন ধরিয়া উত্তর-পূর্বের ছোট্ট রাজ্য মনিপুরে যে ধরনের জাতি-দাঙ্গা চলিতেছে, তাহা সাম্প্রতিককালে দেশের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। প্রকাশ্যে একে ৪৭-এর মতো অস্ত্র নিয়া দাঙ্গাকারীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সরকারি হিসাবে প্রায় ৬০ জনের প্রাণ গিয়াছে। নিহতদের তালিকায় জাতীয় স্তরের খেলোয়াড় থেকে সরকারি আধিকারিক, আধাসেনার কমান্ডো প্রমুখ রহিয়াছেন। আক্রান্ত হইয়াছেন একজন বিধায়কও। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। তবুও দেখা গিয়াছে কর্ণাটক নির্বাচন নিয়া ব্যস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্যরা। তাঁহারা কেউ মুখ খোলেননি মণিপুর নিয়া। অথচ, মণিপুরে ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

জনসংখ্যার নিরিখে মণিপুর একটি অত্যন্ত ছোট রাজ্য। এই রাজ্যের বাসিন্দার সংখ্যা ৩৫ লক্ষের বেশি নয়। কিন্তু এই ৩৫ লক্ষের মধ্যে রহিয়াছে প্রায় ৩৫টি জনজাতি সম্প্রদায়। রহিয়াছে একাধিক ধর্মের মানুষও। হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। সাড়ে ৮ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও রহিয়ায়েছে। প্রায় ১০ শতাংশ এমন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ রহিয়াছে, যাহাদেরকে হিন্দু-পূর্ববর্তী ধর্ম সম্প্রদায় বলা

হইয়া থাকে। অল্প জনসংখ্যা, কিন্তু অসম্ভব বৈচিত্রময় এই রাজ্যের একটা দীর্ঘ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও রহিয়াছে। আবার স্বাধীনতার পর থেকে মণিপুর হইল উত্তর-পূর্ব ভারতের এমন একটি অঞ্চল, যেখানে সবসময় অশান্তি লাগিয়াই রহিয়াছে।

মণিপুরে বিভিন্ন জনজাতি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে হাতে অস্ত্র তুলিয়া নিয়াছে। এর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী লড়াই চালিয়েছে এই রাজ্যের নাগা-তাঙ্খুল উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। কংগ্রেস আমলে নাগা-তাঙ্খুল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রিশাং কেইশিং দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই রিশাং কেইশিংয়ের সঙ্গে মণিপুরের নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটিয়াছিল একবার। পাহাড় এলাকার নাগা গ্রামগুলিতে ঘুরিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, আদৌ এই অঞ্চলগুলি দেশের সীমানার মধ্যে কি না। আইজ্যাক ও মুইভার এনএসসিএন-এর অনুগামীরা এসব অঞ্চলে কার্যত সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।' মণিপুরের ৩৫ লক্ষ নাগরিকের ৫৩ শতাংশ মেইতেই সম্প্রদায়ের। এরা প্রায় সকলেই ইম্ফল উপত্যকার বাসিন্দা। পাহাড় ও জঙ্গলে বাস করিবার কারণে উপজাতিরা সংখ্যায় মেইতেইদের চাইতে কম হইলেও রাজ্যের ৯০ শতাংশ জমির মালিক। কারণ, রাজ্যের আয়তনের মাত্র ১০ শতাংশ জমি ইম্ফল উপত্যকায়। শাসক সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ১০ শতাংশ জমির উপর স্বত্বাধিকার মেইতেইদের পক্ষে মানিয়া নেওয়া কঠিন। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু উপত্যকাতে আসিয়াও জমি কিনিতে পারে। উপজাতি এলাকার জমি কিনার অধিকার নাই মেইতেইদের। এই প্রেক্ষাপটেই মণিপুর হাই কোর্টের নির্দেশ আগুনের ফুলকি হিসাবে কাজ করিয়াছে। বস্তুত, উপত্যকার বাসিন্দা মেইতেইরা শিক্ষা, সংস্কৃতির নিরিখে যতই অগ্রসর হোক না কেন, মুখ্যমন্ত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই মেইতেই সম্প্রদায় থেকে আসুন না কেন, অতীতে কিন্তু মেইতেইরা উপজাতির মর্যাদাই পেত। ইদানীং নাগা-কুকিরা তাহাদের উপজাতি তালিকায় জায়গা দিতে নারাজ। কারণ তাহাদের আশঙ্কা, নিজেদের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার। রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের অভিযোগে বেশ কিছুদিন ধরিয়াই সরব কয়েকটি কুকি সংগঠন।কুকিদের সংখ্যা মণিপুরে লাখ তিনেকের খুব বেশি নয়। মেইতেই সম্প্রদায়কে সংবিধানের তফসিলি উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কেন্দ্রের উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে সুপারিশ করিতে রাজ্য সরকারকে মণিপুর হাই কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেই এই কুকিরাই প্রথম স্তব্ধ করিয়া দেয় জনজীবন। মায়ানমারের বেশ কিছু সংগঠনের মদতে মণিপুরে ৩০-৪০ জন যুবকের পক্ষে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করিয়া দেওয়া কোনও দিনই খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। এইবারও তাহার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনীতির এটাই একটা বিপজ্জনক দিক। আপাতত নিয়ন্ত্রণে আসিলেও মণিপুরের এই ভয়াবহ জাতি-দাঙ্গা কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা এখনও অস্পষ্ট। জাতি-দাঙ্গায় ধর্মের রং লাগিয়াছে। মেইতেইদের সিংহভাগ বৈষ্ণব। কুকি উপজাতিরা খ্রিস্টান। দাঙ্গায় মন্দির ও চার্চ, দুইই পুড়িয়াছে যথেচ্ছ।

মণিপুরের এই দাঙ্গায় যেমন বিজেপি নেতৃত্ব অদ্ভুতভাবে চুপ, তেমনই পদকজয়ী কুস্তিগিরদের যন্তরমন্তরে ধরনা প্রায় একমাস চলিতে থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নাই।

মহারাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের স্বস্তি অন্তর্বর্তীকালীন : উদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১২ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের স্বস্তি অন্তর্বর্তীকালীন। কটাক্ষ করে বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। শুক্রবার উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, 'বর্তমান সরকারের এই স্বস্তি অন্তর্বর্তীকালীন। স্পিকারকে দ্রুত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি যদি কোনও ভুল সিদ্ধান্ত দেন, আমরা আবার আদালতে যাব।

উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেছেন, 'আদালত স্পষ্ট বলেছে, শিন্ডে-বিজেপি সরকার অবৈধ। এখন যেহেতু আদালতের রায় এসেছে, আমরা জনগণের আদালতে যাব। বর্তমান সরকারের বেআইনিতা সম্পর্কে আদালত সব বলেছে।'

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক খোলা, বন্ধ শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক ও মুগল রোড

জম্মু, ১২ মে (হি.স.) : শনিবার সকাল থেক জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। অথচ শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড তুষারপাতের কারণে যানবাহনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। শনিবার সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে হালকা যানবাহন পাঠানো হচ্ছে। ভারী যানবাহনগুলি জম্মু থেকে শ্রীনগরে সরানো হবে হালকা যান যাওয়ার পরে নিরাপত্তা বাহিনীর যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে কোনও যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

এছাড়াও তুষারপাতের কারণে শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে এবং মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। উভয় সড়কে বরফ পরিষ্কারের কাজ চলছে। শিগগিরই দুই পথ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলেও জানা গিয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী নতুন সুযোগ তৈরি করছে ভারত : প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১২ মে (হি.স.): গুজরাটের গান্ধীনগরে সর্বভারতীয় শিক্ষা সঙ্ঘ অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, শিক্ষকদের সঙ্গে আমার মিথস্ক্রিয়া জাতীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়নে আমাদের সাহায্য করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে, এবং শিক্ষক ও শিশুরাও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের সময়ে, আমরা কীভাবে এগিয়ে যাব তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এবারের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে লক্ষাধিক শিক্ষক অবদান রেখেছেন.. এখন ভারত একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা অনুযায়ী নতুন সুযোগ তৈরি করছে এবং এই বিষয়টি মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি।'

দৈনন্দিন জীবনে মহাকাশ অভিযানের ১০ প্রযুক্তি

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

রাতের আকাশে মিটমিটে আলোর বিন্দুগুলো আসলে কী? কেনই-বা রাতে চাঁদের আলো, আর দিনে সূর্যের আলোয় ভরে যায় পৃথিবী? কী আছে আকাশের ওপারে? এসব কৌতুহল মানুষের মাঝে আজন্মকাল ধরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। সভ্যতা যত উন্নত হয়েছে, এই কৌতুহল হয়েছে তত শক্তিশালী। একটা সময় মানুষ সাহস করেছে আকাশ ছোঁয়ার। আকাশ পাড়ি দেওয়ার।

মহাকর্ষ বলের কারণে চাইলে আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে উঠতে পারি না। এজন্য প্রয়োজন শক্তি। পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে মহাশূন্যে পৌঁছানোর কাজটি আরও কঠিন। শুধু শক্তি হলেই হয় না, প্রয়োজন গণিত ও বিজ্ঞান। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গত শতক থেকেই মানুষ মহাশূন্যে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। মহাকাশ অভিযান মানেই ভীষণ ব্যয়বহুল। কোটি কোটি টাকা খরচা। একটি রকেট পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠাতে গেলেই, হয়েছে! আসলে রকেটের খরচ বেশি নয়। মূল খরচটা হয় কীভাবে রকেট বানাতে হবে, কীভাবে মহাশূন্য পৌঁছানো যাবে, সেসব নিয়ে গবেষণায়। প্রশ্ন আসতে পারে, এই যে মহাশূন্য নিয়ে এত এত খরচ করা হচ্ছে, এগুলো কি মাটিতে খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোনো কাজে লাগে? হ্যাঁ, কাজে লাগে। কীভাবে কাজে লাগে, তা জানতেই আজকের এ লেখা। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কাজে লাগে, এমন ১০টি প্রযুক্তির কথা জানব আজ। এর সবকটি এসেছে মহাকাশ অভিযানের কল্যাণে। এসব অভিযানের মাধ্যমে আমাদের হাতে ভৌত সম্পদ হয়তো আসে না, তবে জ্ঞান ঠিকই অর্জিত হয়। নানা সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কখনো প্রকৃতির নানা রহস্য ভেদ করেন বিজ্ঞানীরা, কখনো খুঁজে ফেরেন জীবনকে আরেকটু সহজ করার উপায়। সেসব উপায় ও প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ ও আনন্দময় করেছে। চলুন, জেনে আসা যাক সেই ১০ প্রযুক্তির কথা।

ক্যামেরা ফোন ১৯৯০ সালে জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির (জেপিএল) একদল গবেষক প্রথমবারের মতো ছোট আকারের ক্যামেরা তৈরি করেন। উদ্দেশ্য, নভোযানে ঠিকভাবে বসিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী ছবি তোলা। বর্তমানে আমরা যে স্মার্টফোনে জোড়ায় জোড়ায় ক্যামেরা পাই, সেটা এ ক্যামেরার উত্তরসূরী। বাজারে থাকা এখনকার তিনভাগের একভাগ ক্যামেরায় জেপিএল-এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়। সিটি স্ক্যান প্রযুক্তি মহাকাশের নানা অভিযানে খুব উচ্চমানের ডিজিটাল ছবি প্রয়োজন। এখানেও জেপিএল দারুণ কাজ করেছে। ল্যাবরেটরিটির গবেষকেরা নতুন এক প্রযুক্তি তৈরিতে নেতৃত্ব দেন। পরে সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তৈরি করা হয় সিটি স্ক্যানার ও রেডিওগ্রাফি। দুটোরই মূল কাজ, দেহের অভ্যন্তরীণ কোনো অঙ্গে সমস্যা রয়েছে কি না, উচ্চমানের ডিজিটাল ছবি তুলে তা দেখা।

এলইডি লাল এলইডি মহাশূন্যে গাছের বেড়ে ওঠার জন্য ব্যবহার করা হতো। পৃথিবীতে ব্যবহার করা হতো অসুস্থ মানুষকে সারিয়ে তোলার কাজে। নাসার ব্যবহৃত এই এলইডি প্রযুক্তি পরে ওয়ারপ ১০ -এর মতো মেডিকেল যন্ত্রাংশ উন্নত করতে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া এলইডি প্রযুক্তি এখন সাধারণ বাতি বানাতেও ব্যবহৃত হয়। আমরা ব্যবহারও করি প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে।

অ্যাথলেটিক /খেলোয়াড়দের জুতো নাসার প্রযুক্তি না থাকলে হয়তো নাইকি এয়ার ট্রেইনার জুতোটি কখনো তৈরিই হতো না। স্পেসস্যুট তৈরির প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় এ জুতোয়। নাসার সাবেক এক প্রকৌশলী প্রথম এ ধরনের আইডিয়া নিয়ে আসেন।

ফয়েল ব্ল্যাংকেট

এখনকার দিনে পৃথিবীতে চরম তাপমাত্রা মোকাবেলায় ফয়েল ব্ল্যাংকেট ব্যবহৃত হয়। ফয়েল ব্ল্যাংকেট মূলত একটি ধাতব পাত। হালকা অপরিবাহী পদার্থ থেকে এটি উদ্ভাবন করে নাসা। উদ্দেশ্য ছিল নভোযান ও নভোচারীকে মহাশূন্যের হিমশীতল পরিবেশ থেকে বাঁচানো। পানি বিশুদ্ধকরণ সিস্টেম ১৯৬০ সালে নাসা নভোচারীদের খাবার পানি বিশুদ্ধ করার জন্য তৈরি করে ইলেকট্রোলাইটিক সিলভার আয়োডাইজার। প্রযুক্তিটি এখন সুইমিংপুলে ব্যাকটেরিয়া নাশে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

ডাস্ট বাস্টার/ধুলা পরিষ্কারক

চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি হালকা যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল নাসার। ব্ল্যাক অ্যান্ড ডেকারকে এ ধরনের একটি যন্ত্র তৈরির দায়িত্ব দেয় তারা। ১৯৭৯ সালে নিজেদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ডাস্ট বাস্টার তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে এ যন্ত্র ধুলা পরিষ্কারের কাজে পুরো পৃথিবীজুড়ে ব্যবহৃত হয়।

ওয়্যারলেস হেডফোন

যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়নের পেছনে যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল, তাদের মাঝে নাসা অন্যতম। নভোচারীদের হাত-পা যেন তারে জড়িয়ে না যায়, এজন্য তারা উদ্ভাবন করে তারবিহীন হেডফোন। আর আজ আমরা তারবিহীন হেডফোন ব্যবহার করে গান শুনি প্রতিনিয়ত। কম্পিউটার মাউস কম্পিউটারকে কীভাবে আরও ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা যায়, তা নিয়ে কাজ করছিলেন নাসার এক গবেষক। এটা সেই ১৯৬০-এর দশকের কথা। তাঁর সেই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত কাজে লাগিয়েই পরবর্তীতে উদ্ভাবিত হয় মাউস।

শুকনো হিমায়িত খাবার

মহাকাশচারীদের খাবার শুরু থেকেই বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার একটি বড় কারণ ছিল। কারণ, মহাকাশের পরিবেশ পৃথিবীর মতো নয়। এ পরিবেশে খাবার সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন। তা ছাড়া পৃথিবীতে আমরা যেসব খাবার খাই, সেসব ওখানে পাঠানোও ব্যয়বহুল। এ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছে নাসা। এর ফল হিসেবে তারা হিমায়িত করার মাধ্যমে যেকোনো খাবারকে শুকনো খাবারে পরিণত করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। এ প্রযুক্তিতে খাবারের পুষ্টিগুণ ৯৮ শতাংশ বজায় থাকত। কিন্তু ওজন কমে হতো মাত্র ২০ শতাংশ।

সার্বজনীন মহাকর্ষ কী?

আবুল বাসার

কিন্তু এখানে নিউটন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপেল ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে পড়ে কেন?' ব্যস, এই ভাবনাই তাঁকে সন্ধান দিল গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ নামের যুগান্তকারী একটি তত্ত্বের। ১৭ শতকের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে, বিশেষ করে মহাকর্ষকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। কথিত আছে, তাঁর গ্রামের বাড়িতে একদিন এক আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন তিনি। সে সময় আপেল গাছ থেকে একটা আপেল খসে তাঁর মাথায় পড়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আপেল গাছ থেকে নিচে পড়ে। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছিল মানুষ। কিন্তু এখানে নিউটন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপেল ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে পড়ে কেন?' ব্যস, এই ভাবনাই তাঁকে সন্ধান দিল গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ নামের যুগান্তকারী একটি তত্ত্বের। অবশ্য আপেল সংক্রান্ত এই ঘটনাটি মিথ বা কিংবদন্তী বলেই ধারণা করেন অনেকে। তবে নিউটনের সমসাময়িক উইলিয়াম স্টুকলির কাছে এমন ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বয়ং নিউটন। সেটিই লিখে গেছেন নিউটনের এই জীবনীকার। এই আপেল কাহিনি উল্লেখ করার পেছনে অন্য কিছু কারণ জড়িত বলে সন্দেহ করেন বিরুদ্ধবাদীরা বা মিথ তত্ত্বে বিশ্বাসীরা।

যাহোক, আপেল পড়ার সময় নিউটনের ভাবনা কী ছিল, তা কারো সঠিকভাবে জানা নেই। তবে ধারণা করা হয়, তিনি বুঝতে পারেন, আপেলটি স্থির অবস্থা (গাছে ঝুলে থাকা) থেকে গতিশীল (গাছ থেকে খসে নিচের দিকে ত্বরিত বেগে ধাবিত হওয়া) হয়। এতে বোঝা যায়, আপেলটির মাটির দিকে ত্বরণের পেছনে অবশ্যই রহস্যময় কোনো বল দায়ী। এই বলটিকেই অভিকর্ষজ ত্বরণ বা মহাকর্ষ নাম দেন নিউটন।

এরপর নিউটন যা করলেন, তা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। পৃথিবীর অভিকর্ষ বা অভিকর্ষজ ত্বরণ যদি সামান্য একটা আপেলের ওপর ক্রিয়াশীল হয়, তাহলে এই বল কি আরও দূরের কোনো বস্তুর ওপরও কাজ করবে? নিউটন ভাবলেন, এটা হতে পারে। আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। তিনি গাণিতিক হিসেব কষে দেখলেন, পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানকে ভারসাম্যে রাখার মতো একটি বেগে ঘুরে চলেছে চাঁদ। এই বেগটা এমন বেশিও নয়, যার কারণে পৃথিবীর এই টান উপেক্ষা করে চাঁদ মহাশূন্যে ছিটকে পড়তে পারে। কিংবা এমন কিছু কমও নয়, যার কারণে তা পৃথিবীর টানে ভূপৃষ্ঠে আছড়ে পড়তে পারে। নিউটন যুক্তি দেখালেন, এই ধারণা ব্যবহার করে সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে পৃথিবীর গতিও ব্যাখ্যা করা যায় নিউটন এখানেই থামলেন না। তিনি যুক্তি দেখালেন, এই ধারণা ব্যবহার করে সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে পৃথিবীর গতিও ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর লেখা বিখ্যাত প্রিন্সিপিয়াতে তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যাও করলেন। তিনি বললেন, মহাকর্ষ একটি সার্বজনীন বল। আর মহাবিশ্বের সব বস্তু অবশ্যই অন্যান্য বস্তুর মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবের আওতাধীন। দূরত্ব যত বাড়ে, এই বলের প্রভাব তত কমে (বর্গীয় ব্যস্তানুপাতিক হারে)। সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র ব্যাপক প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

১৭ শতকের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে, বিশেষ করে মহাকর্ষকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। কথিত আছে, তাঁর গ্রামের বাড়িতে একদিন এক আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন তিনি। সে সময় আপেল গাছ থেকে একটা আপেল খসে তাঁর মাথায় পড়েছিল।

অল্প কথায়- ধরা যাক, আপনি প্রমাণ সাইজের একটা পাথর তুলে ছুড়ে মারলেন। সেটা হয়তো কিছুদূর সামনে গিয়েই মাটিতে আছড়ে পড়বে। কিন্তু আপনার চেয়ে শক্তিশালী কেউ পাথরটা ছুড়লে হয়তো সেটা আরও কিছুদূর সামনে গিয়ে পড়বে। এভাবে যত জোরে ছোড়া হবে, পাথর আরও, আরও দূরে গিয়ে পড়বে। এবার একটু অতি কল্পনা করা যাক। ধরা যাক, অতি শক্তিশালী কেউ এত জোরে পাথরটা ছুড়তে পারে যে সেটা মাটিতে না পড়ে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে আসতে পারে (বাস্তবে এমন কেউ কি আছে? হারকিউলিস বেঁচে থাকলে তাকে দিয়ে পাথর ছুড়ে হয়তো পরীক্ষা করে দেখা যেত!)। ওই লোকটি যদি ঠিক মতো ছুড়তে পারে, তাহলে দেখা যাবে পাথরটা পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার সময় ভূপৃষ্ঠ থেকে একই দূরত্ব বজায় রাখছে। বায়ুর ঘর্ষণ অগ্রাহ্য করা হলে দেখা যাবে, পাথরটা অনবরত ঘুরেই চলেছে। অর্থাৎ, পাথরটা এখন পৃথিবীর চারপাশে তার একটি কক্ষপথে ঘুরবে। এই কার্যকারণ থেকেই নিউটনের সূত্র ব্যাখ্যা করে, গ্রহরা কেন সূর্যের চারপাশে বিরামহীনভাবে ঘুরছে। আবার, এই কার্যকারণটিকেই আরেকটু সুক্ষ্ম ভাবে ব্যবহার করে চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে পৃথিবীর চারপাশে। বস্তুর ভর ও দূরত্বের ওপর এই বল নির্ভরশীল হ্যাক মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু বা মানুষকে অন্যসব বস্তু টানছে। এই টান বা আকর্ষণ বলকে বলা হয় মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি। শুধু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বলকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বা অভিকর্ষ নামে ডাকা হয়। তবে এই নামটি শুধু বাংলায় রয়েছে, ইংরেজি দুটোরই এক। একে ইংরেজি ও দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বস্তুর ভর ও দূরত্বের ওপর এই বল নির্ভরশীল। ভর যত বেশি হবে, এই বলও তত বাড়বে। আর দূরত্ব বাড়লে কমবে।

নিউটনের ভাষায়, 'মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু দুটোর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। এই বল বস্তু দুটোর কেন্দ্র সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।'

তাপপ্রবাহ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং করণীয়

আইনুন নিশাত

জ্যৈষ্ঠ মাসে তীব্র মাত্রার গরম পড়বে, এটা স্বাভাবিক এবং তা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তীব্র গরমের বর্ণনা বিভিন্ন কবিতা ও গানে পাওয়া যায়। কড়া রোদে রাস্তার পিচ গলে যায়। মাঠঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়। পশুপাখি, গাছপালা সবই যেন খরতাপে কাতর হয়ে পড়ে। এই স্বাভাবিক জলবায়ু-সংক্রান্ত প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে ইদানীং বৈশ্বিক পর্যায়ে নতুনভাবে ভাবা হচ্ছে। কারণ, গ্রীষ্মকালে গরমের যে স্বাভাবিক রূপ ছিল, তা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়ের কারণ ঘটাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা অর্থাৎ পৃথিবীজুড়ে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং একই সঙ্গে আর্দ্রতা বাড়া।

কোনো একটি স্থানে, কোনো একটি সময়ে গত ৩০ বছরের অথবা গত তিন দশকের তাপমাত্রার গড়কে ওই স্থানের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবেই স্বাভাবিক গড় উচ্চ তাপমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়। যদি এই স্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৫-৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ দিনের বেশি পরিলক্ষিত হয়, তখন একে তাপপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা পাঁচ দিন ধরে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা হলে তাকে তাপপ্রবাহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা তিন দিনের বেশি পরিলক্ষিত হলে তাকে তাপপ্রবাহ বলেছে। ভারতীয়দের হিসাবে, বাতাসের আর্দতার সঙ্গে উচ্চ তাপমাত্রা হলে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়, এই তথ্যের ভিত্তিতে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক মাত্রাকে তাপপ্রবাহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রা হিসাব করতে ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সালকে স্বাভাবিক সময় ধরা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোর তাপপ্রবাহ এবং এর প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। তাপপ্রবাহ প্রবাহিত হলে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। গত বছর ভারতে ৩ হাজার ৫০০-এর অধিক লোক তাপপ্রবাহে মারা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ওই দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যত মানুষ মারা যায়, তার থেকে বেশি মানুষ মারা যায় তাপপ্রবাহে।

বাতাসের তাপমাত্রার সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দতাকে সম্পৃক্ত করে তাপপ্রবাহের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। প্রদত্ত সারণিতে সাদা, হলুদ, কমলা ও লালএই চার রঙের মাধ্যমে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই ইনডেক্সের মান ৩৩-এর কম হলে শুধু সাবধানতা অবলম্বন করলেই হবে। অর্থাতএ ক্ষেত্রে অনুভূত তাপের মান ৩৩ ডিগ্রির কম হবে। ৪০-এর মতো থাকলে তা বিপজ্জনক। আর ৫০ বা ৫৫ ছাড়িয়ে গেলে মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাত৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, বাতাসের আর্দতা ৪০ শতাংশ থাকে তাহলে -এর মান হবে ৩৭। কিন্তু আর্দতা ৭০ শতাংশের ওপরে উঠলেই তা মারাত্মক বিপদের স্তরে পৌঁছে যাবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট হলে আর বাতাসের আর্দতা ৫০ শতাংশ থাকলেই তা মারাত্মক বিপদ নির্দেশ করবে। এই মানগুলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ৪০ শতাংশ আর্দতা হলে তা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মতো অনুভূত হবে। কিন্তু ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি বাতাসে ৭০ শতাংশ আর্দতা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সেই তাপমাত্রা প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো অনুভূত হবে। তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) এবং আর্দতা ৯৫ ভাগ হলে বাইরে তা ৪২-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো অনুভূত হবে। এই চার্ট ব্যবহার করে আমরা আপেক্ষিক আর্দতা ও তাপের মান মিলিয়ে বাইরে কী ধরনের তাপমাত্রা অনুভূত হবে, তা বুঝতে পারব। অর্থাতএই চার্টের মাধ্যমে বাতাসের প্রকৃত তাপমাত্রার সঙ্গে বাতাসের আর্দতা মিলিয়ে কত গরম অনুভূত হবে, তা নির্ধারণ করা যায়।

আমাদের শরীরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৯৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট। অর্থাত৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত বাইরের তাপমাত্রা শরীরের ওপর প্রভাব ফেলার কথা নয়। কিন্তু ৩৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় যদি ৭০ ভাগ আর্দতা থাকে, অনুভূত তাপমাত্রা হবে ৫৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, মরুভূমিতে বা আরব দেশে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ১১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট নিয়মিত তাপমাত্রা হয়, তাহলে তারা টিকে থাকে কী করে? উত্তর খুবই সহজ। কারণ, সেখানে বাতাসের আর্দতা খুবই কম।

তাপপ্রবাহে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃদ্ধ, শিশু এবং যারা বাইরে কাজ করে। গবাদিপশুও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাপপ্রবাহকে এখন নীরব ঘাতকও বলা হচ্ছে। শুষ্ক আবহাওয়ার অঞ্চলে তাপপ্রবাহের প্রভাব ততটা পরিলক্ষিত না হলেও বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে তাপপ্রবাহে হিটস্ট্রোক হতে পারে। সেই সঙ্গে তীব্র তাপমাত্রায় পুড়ে যেতে পারে চামড়া। এমনকি জ্বর হওয়ার প্রকোপও বেড়ে যেতে পারে। চামড়া পুড়ে লাল হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া শিরটান রোগ হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে রাখতে হবে। তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দতা মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রচুর পানি খেতে হবে, যাতে আমাদের শরীর পানিশূন্য না হয়ে যায়। পানিশূন্যতা ঠেকাতে বা কষ্ট অনুভূত হলে লবণ পানি, লেবুর রসযুক্ত পানি বা লেবুর শরবত; খাবার স্যালাইন খাওয়া যেতে পারে। বুদ্বুদ উতাদন করা পানীয় পান না করাই ভালো। এমনকি চা অথবা কফি পান করাও ভালো না। হালকা রঙের সুতি পোশাক পরিধান করা যেতে পারে এবং খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন হয় ঢিলেঢালা। দিনের বেলায় ঘরের বাইরে বের হলে চোখে সানগ্লাস ব্যবহার করা ভালো। তীব্র রোদে মাথা ঢেকে রাখা উচিত এবং টুপি কিংবা ছাতা হলে আরও ভালো হয়। সরাসরি সূর্যের আলো পরিহার করা উচিত। পোষা জীবজন্তুকে ছায়ায় রাখা উচিত।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলের সহনশীল ভবিষ্যতের জন্য ৬টি অগ্রাধিকার উত্থাপন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১২।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ভারত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা জোরদার করা, অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার পাশাপাশি এ অঞ্চলের স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য সামুদ্রিক কূটনীতি জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে ২ দিনব্যাপী ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স (আইওসি) উদ্বোধনকালে তিনি একটি টেকসই পদ্ধতিতে রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে প্রত্যাবাসনে সক্রিয় বৈশ্বিক সহায়তা কামনা করেছেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ভারত মহাসাগর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বরং এ অঞ্চলের সব দেশের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ। আমি এ ৬ষ্ঠ ভারত মহাসাগর সম্মেলনে ছয়টি অগ্রাধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। আমরা সম্প্রতি ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক প্রণয়ন করেছি।

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।

মরিশাসের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ ২৫টি দেশের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। এছাড়া ডি-৮, সার্ক ও বিমসটেকের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন বিদেশী অতিথি সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। সম্মেলনে মিয়ানমারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। উদ্বোধনী অধিবেশনে মরিশাসের প্রেসিডেন্ট পৃথ্বীরাজসিং রূপন, মালদ্বীপের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফয়সাল নাসেম, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্কর, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এবং সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র বিষয়ক সেকেন্ড মন্ত্রী ড় মালিকী ওসমান সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তৃতা করেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম শাহরিয়ার আলম মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী ভারত মহাসাগরে সহনশীল ভবিষ্যতের জন্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা জোরদার করার ওপর জোর দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে তাদের উন্নয়নের জন্য 'সামুদ্রিক কূটনীতি' গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ অঞ্চলের অনেক দেশের জলবায়ু ঝুঁকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমাতে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিনি সমুদ্রে জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়াদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমসহ ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার বিষয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নৌচলাচল ও ওভারফ্লাইটের স্বাধীনতার অনুশীলনকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলে ''শান্তি সংস্কৃতি'' এবং জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়ন জোরদারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের জন্য বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেক নারীদের বিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি আরও বলেন, এ লক্ষ্যে উন্মুক্ত, স্বচ্ছ, নিয়ম-ভিত্তিক বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন যা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে এই অঞ্চলে ও অঞ্চলের বাইরেও ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই উন্নয়নকে সহজতর করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বাংলাদেশ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের ১১ লাখের বেশি নাগরিককে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছে।তিনি বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি এ অঞ্চলে একটি বড় মানবিক বিপর্যয় ঠেকিয়েছে। এখন, আমরা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ ও টেকসই উপায়ে তাদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবাসনের জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন চাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উপকূলীয় রাষ্ট্র হিসাবে বহু শতাব্দী ধরে সামুদ্রিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল এবং এটি অনেক আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মে সক্রিয়। বাংলাদেশ ভারতীয় মহাসাগর রিম অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল কর্তৃপক্ষের কাউন্সিলেরও বর্তমান সভাপতি।তিনি বলেন, বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দীর্ঘদিনের পুরনো ও অপ্রচলিত চ্যালেঞ্জে বিশ্বাস করে।

তিনি বলেন, আমরা এই অঞ্চলে শান্তির জন্য আমাদের ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি এবং একটি সহনশীল ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে অন্য সব দেশও একই কাজ করবে বলে আশা করি।তিনি বলেন, বিশ্ব বাণিজ্যের ৯০ু এবং তেল পরিবহনের ৬০ু এই অঞ্চলের মহাসাগর ও সমুদ্র পথে পরিচালিত হয় এবং বৈশ্বিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রকৃত ব্যয় গত ১৫ বছরে তিনগুণ বেড়েছে।তিনি বলেন, মহাসাগর সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে চমৎকার সুযোগ প্রদান করে। তবুও অনেক সম্ভাবনা এখনও অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

তিনি বলেন, এশিয়া-প্যাসিফিক ও আফ্রিকান অঞ্চলে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৌশলগত প্রভাব রয়েছে। এ অঞ্চলে বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৬৪ু এবং বৈশ্বিক জিডিপির ৬০ু রয়েছে।

তিনি বলেন, এ অঞ্চলের অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, অঞ্চলটি অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই ভারত মহাসাগর অঞ্চলের দেশগুলিকে সকলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছিলেন।

তিনি আরো বলেন, একজন দূরদর্শী নেতা হিসেবে, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ''মেরিটাইম জোন''-এর সীমানা নির্ধারণ করতে, সীমানার মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষমতা গড়ে তুলতে করতে এবং সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধানের সুবিধার্থে টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট, ১৯৭৪ প্রণয়ন করেছিলেন।

তিনি বলেন, এই আইনটি সমুদ্রের আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন, ১৯৮২ গৃহীত হওয়ার ৮ বছর আগে কার্যকর হয়েছিল, যখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে উপলব্ধি সীমিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্মেলনের থিম - শান্তি, অংশীদারিত্ব ও সমৃদ্ধি: একটি সহনশীল স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যতের দিকে- খুবই উপযুক্ত ও সময়োপযোগী।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ফলে নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে এ থিমটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, এগুলি বিশ্বের সকল দেশের জন্য অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। বৈশ্বিক মন্দা, খাদ্য, জ্বালানি এবং সার সংকটের ফলে বিশ্বের সকল মানুষের জীবনযাত্রার অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলও জলবায়ু পরিবর্তন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

তিনি বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে, এই অঞ্চলের দেশগুলিকে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে এবং একটি উজ্জ্বল অঞ্চলের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তিনি বলেন, কোভিড-পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে 'শান্তির গ্যারান্টি হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ ডায়ালগ, ২০২৩' শীর্ষক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

তিনি বলেন, সেই প্রস্তাবে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে জাতির পিতার দেয়া ভাষণ থেকে ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি রেজুলেশনের ১৪তম অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছিল, যা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নীতিমালার অংশ।

এতে লেখা আছে: 'দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধি, নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং গঠনমূলক সহযোগিতা, সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার চেতনায় সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরীতা না করার উপর জোর দান এই উদ্দেশ্যগুলি অর্জনে সহায়ক হবে।'

তিনি বলেন, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক, কারণ বাংলাদেশ একটি সহনশীল ভবিষ্যতের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের চেষ্টা করছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদ্ধৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি বলেন, এই অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে অর্থপূর্ণ সহযোগিতা, সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার আকারে বাংলাদেশের কার্যকর 'অংশীদারিত্ব' প্রয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ''মানবজাতির টিকে থাকার জন্য শান্তি অপরিহার্য; এটি সারা বিশ্বে নারী ও পুরুষের গভীরতম আকাঙ্খার প্রতিফলন।' সেই ভাষণে তিনি ভারত মহাসাগরকে একটি শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বজায় রাখার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ২৩ মে, ১৯৭৩ সালে জুলিও-কুরি শান্তি পদক দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুসরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তির প্রবল প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে, আমরা 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করি যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল।

তিনি বলেন, পরবর্তীকালে, জাতিসংঘ ২০০০ সালকে 'শান্তির সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক বছর' হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং ২০০১-২০১০ সালকে 'শান্তির সংস্কৃতি ও অহিংসার দশক' হিসাবে মনোনীত করেছে।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ 'শান্তির সংস্কৃতি'কে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে দেখে যা শান্তির সকল দিককে শক্তিশালী করবে। এ কারণেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের বৈশ্বিক শান্তিরক্ষা ও শান্তি-নির্মাণের প্রচেষ্টায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় আমাদের সৈন্যদের অবদান বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।''

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত এক দশকে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চরম দারিদ্র্যের হার ৫.৬ু-এ নেমে এসেছে এবং আমাদের মাথাপিছু আয় এক দশকের মধ্যে তিনগুণ বেড়ে ২৮২৪ ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) ক্যাটাগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব মানদ- পূরণ করেছে''।

শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির জন্য সহায়ক শক্ত ভৌত অবকাঠামোসহ ''স্মার্ট বাংলাদেশ'' গড়ে তুলতে চাইছে।

গত বছর আমরা নিজস্ব-অর্থায়নে নির্মিত ''পদ্মা বহুমুখী সেতু'' উদ্বোধন করেছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি আমরা রাজধানীতে প্রথম মেট্রো রেল পরিষেবা উদ্বোধন করেছি। আমরা শীঘ্রই চট্টগ্রামে নদীর তলদেশে ৩.২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল সম্পূর্ণ করব যা দক্ষিণ এশিয়ায় এই ধরণের প্রথম টানেল।

তিনি বলেন, ''আমাদের আকাঙ্খা হল ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক, উন্নত দেশ, ''সোনার বাংলা''তে রূপান্তর করা এবং ২১০০ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু সহনশীল ব-দ্বীপ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য আমাদের কৌশলের মধ্যে রয়েছে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার এবং সবার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সন্তোষজনক

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১২।। বাংলাদেশ ও ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে এই সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি বলেন, উভয় পক্ষই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। বৈঠকে তারা কোভিড-পরবর্তী মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তারা ঢাকায় ১২ ও ১৩ মে অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স এবং সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন নিয়েও আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে ভারত উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মানুষের স্বার্থকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানান। জয়শঙ্কর ৬ষ্ঠ ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনেক বড়।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা এবং ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ড় বিনয় জর্জ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর ৬ষ্ঠ ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্সে যোগ দিতে দুই দিনের সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছেছেন।

প্রয়াত হলেন কাজী নজরুল ইসলামের পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : প্রয়াত বিশিষ্ট নজরুলগীতি শিল্পী কল্যাণী কাজী। শুধু সঙ্গীতশিল্পীই নন, তিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। নজরুলের পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের স্ত্রী ছিলেন কল্যাণী।দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন কল্যাণী কাজী। শুক্রবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় কাজী অনিরুদ্ধর সঙ্গে । সেই সূত্র ধরে পেয়েছেন নজরুলের সান্নিধ্যও। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল শিল্পীর। তাঁর গায়কিতে বারবার সেই ছাপ ধরা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৫ সালে তাঁকে 'সঙ্গীত মহাসম্মান' প্রদান করে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কাজী নজরুল ইসলাম আকাদেমির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও জীবনে একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। নজরুল সম্পর্কে বহু অগ্রন্থিত কাহিনি সর্বসমক্ষে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মহলও। জানা গিয়েছে মেয়ে বিদেশ থেকে ফেরার পর আগামীকাল শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে তাঁর ।

নকশালবাড়ি চা বাগানে নার্সিং ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু

নকশালবাড়ি, ১২ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি চা বাগানের ফাগু লাইনে এক নার্সিং ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। বাড়ি ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তরুণীর নাম প্রিকশা ওরাওঁ (১৯)। ওই তরুণী একটি বেসরকারি নার্সিং কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল। খড়িবাড়িতে মাসির বাড়িতে থেকেই সে পড়াশোনা করত। বৃহস্পতিবার সে বাড়ি আসে। রাতে শোয়ার ঘরে গলায় চাদর পেঁচিয়ে ঝুলে পড়ে।

মাধ্যমিক ও দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশ করল সিবিএসই

নয়াদিল্লি, মে ১২ (হি.স.) : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-র মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশিত হল। শুক্রবার বোর্ডের তরফে টুইট করে এ কথা জানানো হয়েছে। পাশের হার হচ্ছে ৯৩.১২ শতাংশ। সারাদেশে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষাথির সংখ্যা ছিলো ২১ লাখ ৮৬ হাজার ৯৪০জন। সিবিএসই-র সরকারি ওয়েবসাইটে ফল দেখা যাচ্ছে। পড়ুয়ারা ওয়েবসাইটে লগ ইন করে রোল নম্বর, স্কুলের নম্বর এবং অ্যাডমিট কার্ডের আইডি দিয়ে ফল দেখতে পাবে।

এ বছর দ্বাদশ শ্রেণিতে পাশের হার ৮৭.৩৩ শতাংশ। যা কোভিড অতিমারির সময় ২০১৯ সালের পাশের হারের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি। সে বছর পাশ করেছিল ৮৩.৪০ শতাংশ পড়ুয়া। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে কারা পাশ করেছে, সেই অনুযায়ী কোনও পৃথক তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে না। তবে যে ০.১ শতাংশ পড়ুয়া কোনও না কোনও বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে, তাদের একটি করে মেধার শংসাপত্র দেবে বোর্ড। সিবিএসই-তে দ্বাদশে পাশের হার সবচেয়ে বেশি তিরুঅনন্তপুরমে। সেখান থেকে এ বছর ৯৯.৯১ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করেছে। পাশের হারে সবচেয়ে পিছিয়ে প্রয়াগরাজ (৭৮.০৫ শতাংশ)। ছাত্রদের তুলনায় চমক দিয়েছে ছাত্রীরা।

অভিযুক্তকে নিজের এজলাস থেকে গ্রেফতারের নির্দেশ বিচারকের, হেফাজতে নিল সিবিআই

আসানসোল, ১২ মে (হি. স.) : কয়লা পাচার মামলার তদন্তে ফের নয়া মোড়। এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত থাকা বিকাশ মিশ্র ফের গ্রেফতার করল সিবিআই। তাঁকে ৪ দিনের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা।

শুক্রবার সিবিআইয়ের এই আবেদনে সাড়া দেয় আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালত। বিচারক বিকাশ মিশ্রের ৪ দিনের হেফাজত মঞ্জুর করেন। এরপর পঞ্চম দিনে কী হবে, তা নির্ভর করছে আদালতের নির্দেশের উপর।

চার দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। তার পর মাসখানেক কেটে গেলেও নানান টালবাহানায় সেই নির্দেশ কার্যকর করা যায়নি। অভিযোগ, কয়লা পাচারকাণ্ডে অভিযুক্ত বিকাশ মিশ্রকে নিজেদের হেফাজতে নিতে পারেনি সিবিআই! সেই বিকাশ শুক্রবার আসানসোল সিবিআই আদালতে হাজিরা দিতে এলে তাঁকে নিজের এজলাস থেকেই গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। কয়লা পাচারকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রের ভাই বিকাশকে জামিন দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় সিবিআই। গোয়েন্দা সংস্থা আদালতে জানায়, বিকাশকে হেফাজতে নেওয়া গেলে কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্ত অনেকটাই এগোনো যাবে। সুপ্রিম কোর্টে কিছু তথ্যও জমা দেয় সিবিআই। এর পরেই বিকাশকে চার দিনের সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সিবিআই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর জামিনের বিরোধিতা করেছিল। সিবিআইয়ের যুক্তি ছিল, বিকাশ মিশ্রকে হেফাজতে রেখে জেরা করা প্রয়োজন। তাতে শীর্ষ আদালত জানায়, জামিনে মুক্ত কোনও ব্যক্তিকে এভাবে জেরা করতে হলে তাঁকে সর্বোচ্চ ৪ দিন হেফাজতে রাখা যায়। তাতে বিকাশ মিশ্র জানতে চান, তাহলে পঞ্চম দিনে কি তিনি মুক্তি পেয়ে যাবেন? তাতে সুপ্রিম কোর্ট এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। অভিযোগ, সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি আসানসোলের আদালতকে জানিয়ে মাসখানেক ধরে টালবাহানা করতে থাকেন বিকাশ। যার জেরে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় সংস্থা। তা নিয়ে শুক্রবার বিকাশকে ভর্ৎসনা করেন আসানসোল সিবিআই আদালতের বিচারক। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করা হচ্ছে।

তিনি আবারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চান, এ কথা জানিয়ে আরও কয়েক দিন সময় চেয়েছিলেন বিকাশ। কিন্তু তা ধোপে টেকেনি। বিচারক বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট মাসখানেক আগে নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর করতে পারিনি। সুপ্রিম কোর্টকে অমান্য করার সাধ্য আমার নেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যাতে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়, তা দেখা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আমি আর কোনও কথা শুনতে চাই না।''

সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসার উমেশ কুমারকেও বিচারক জিজ্ঞাসা করেন, ''আপনারা কি হেফাজতে নিতে প্রস্তুত?'' জবাবে সিবিআই আধিকারিক বলেন, ''একদম প্রস্তুত।'' এর পরেই বিকাশকে চার দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী মঙ্গলবার।

মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে দ্য কেরালা স্টোরি দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

লখনউ, ১২ মে (হি.স.) : শুক্রবার লোক ভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে অডিটোরিয়ামে ''দ্য কেরালা স্টোরি'' ছবিটি দেখেন। অডিটোরিয়ামে ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য এবং অন্যান্য মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের সঙ্গে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ভূপেন্দ্র চৌধুরীও। ১৮টি কলেজের ৩০০ ছাত্রীকেও ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনের জন্য ডাকা হয়েছিল। ছবিটি দেখানোর জন্য ছাত্রীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

ছ'দিনেই ৭০ কোটি আয় দ্য কেরালা স্টোরির ঝুলিতে

মুম্বই, ১২ মে (হি. স.) : বিতর্কের মাঝেই ৬ দিনেই ৭০ কোটির দোড়গোড়ায় আদাহ শর্মা অভিনীত 'দ্য কেরালা স্টোরি'।

বিশিষ্ট ফিল্ম সমালোচক তরণ আদর্শ টুইটে জানিয়েছেন, প্রথম ছয় দিনে 'দ্য কেরালা স্টোরির আয়ের পরিমাণ ৬৮.৮৬ কোটি। বক্স অফিস কালেকশনের নিরিখে ব্লকবাস্টার ছবির তকমা পেল ছবিটি। ছবি মুক্তির প্রথম দিন বক্স অফিস আয় ছিল ৮.০৩ কোটি টাকা। এরপর শনিবার ১১.২২ কোটি টাকা ও রবিবার ১৬.৪০ কোটি কালেকশন করেছে।

গত ৫ মে মুক্তি পেয়েছে সুদীপ্ত সেন পরিচালিত ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি'। মুক্তির পর থেকেই বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে এই ছবি নিয়ে। বাংলা সহ বেশ কিছু জায়গায় এই ছবি নিষিদ্ধ ঘোষণাও করা হয়েছে। যার ফলে দ্য কেরালা স্টোরি নিয়ে দর্শকের আগ্রহ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধলেও বক্স অফিসে তার বিন্দুমাত্র আঁচ পড়েনি। সোমবার ছবির আয়ের পরিমাণ ১০.০৭ কোটি টাকা। মঙ্গল ও বুধবার ১১.১৪ কোটি ও ১২ কোটি। বক্স অফিস কালেকশনের গ্রাফ যেভাবে ঊর্ধমুখী হচ্ছে তাতে ছবি বিশেষজ্ঞদের ধারণা উইকেন্ডেই ১০০ কোটির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে বহু চর্চিত ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি।'

কাজের সন্ধান

অনলাইনে দরখাস্ত ও আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার তথা ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ, এমটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে, জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট ক্যাডার অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিপদে ২১৭ জন নিয়োগ হচ্ছে এসবিআই বা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৩-২০২৩-এর হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ২১৭-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৬টি, এসটি'র জন্য ৫টি, ওবিসি'র জন্য ৩৪টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৫৪টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৫৪টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক। বিই/ বিটেক/ এমসিএ/ এমটেক পাশদেরও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৯ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ এসবিআই-এর ক্ষেত্রে ১৯ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিআরপিডি/ এসসিও/ ২০২৩-২৪/০০১। অপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কেও স্পেশালিস্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র অথবা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

কর্পোরেট সেক্টরে ৪৩৭৪ নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টারে টেকনিক্যাল অফিসার, সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্নপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্তজমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড়রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কললেটারেজানানো হবে। বিস্তারিতখবরহলো — বহিঃরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টরে টেকনিক্যাল অফিসার, সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্নপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্তজমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২২-০৫-২০২৩ তারিখেরহিসেবে ১৮ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্তপাঠাতেপারেন। তবেপৃথক পৃথকপদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিরনম্বরঃ ০৩/২০২৩/ বার্ক। তারিখ ২৪-০৪-২০২৩। তবে সারা দেশব্যাপী জোন অনুযায়ী এই নিয়োগেরবিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতেহবে।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তিরপুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্তকরবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২২ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২২ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করারআগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরিরাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আরমাপ ২০-৫০ কেবিরমধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভকরতেহবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণকরতেনা পারলে সেভ করেরাখবেন, তহলে আপনারইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতেপারবেন। এজন্যপ্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করেরাখারপাশাপাশি লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনারনাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়েযাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেডদরখাস্তেরপ্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতেহবেনা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্টচালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। বড় শহরগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — পোস্ট কোড (১) ঃ টেকনিক্যাল অফিসার/ সি ঃ শূন্যপদ ১৮১টি। গ্রুপ-এ পদ, পে লেভেল ১০। মূল মাইনে শুরুতে ৫৬,১০০ টাকা। পোস্ট কোড (২) ঃ সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট/ বি ঃ শূন্যপদ ৭টি। গ্রুপ-বি পদ, পে লেভেল ৬। মূল মাইনে শুরুতে ৩৫,৪০০ টাকা। পোস্ট কোড (৩) ঃ টেকনিশিয়ান/ বি ঃ শূন্যপদ ২৪টি। গ্রুপ-সি পদ, পে লেভেল ৩। মূল মাইনে শুরুতে ২১,৭০০ টাকা। পোস্ট কোড (৪) ঃ ক্যাটেগরি - ১ ঃ শূন্যপদ ১২১৬টি। মূল মাইনে শুরুতে ২৪০০০-২৬০০০ টাকা। পোস্ট কোড (৫) ঃ ক্যাটেগরি - ২ ঃ শূন্যপদ ২৯৪৬টি। মূল মাইনে শুরুতে ২০০০০-২২০০০ টাকা। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি অনলাইনে পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোরকীপার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **রেজিস্ট্রার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (আইআইটি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২, ৪০ ও ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নামঃ **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর (এনআইটি, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, পিএইচডি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৫২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএমপাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩২২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
লিখিত পরীক্ষা ৬ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, ক্লার্ক (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১১৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর (এইমস)**
শূন্যপদ ঃ ১২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এলডিসি, এমটিএস (বিশ্ব ভারতী),**
শূন্যপদ ঃ ৭০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং সার্ভিস (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১০১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স (আর্মি)**
শূন্যপদ ঃ ১৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে,
ইন্টারভিউ/ পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে,
ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ, কেন্দ্র ও তারিখ ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র অথবা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৪২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মে,
পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ, এমটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মে,
জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে সিআরপিএফ-এ ইন্সপেক্টর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। সিআরপিএফ-এ **এসআই, এএসআই** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে, ২৪ ও ২৫ জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তায় অর্থাৎ সিআরপিএফ-এ বিভিন্ন পদে এমন কি এ এস আই, এস আই, কনস্টেবল নার্স ও কুক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এখন থেকে র‍্যালী এবং কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এককথায়, এখন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিআরপিএফ-এ সাব-ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ২১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ। উচ্চশিক্ষিত হলেও আবেদন করা যাবে। বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৪ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। সিআরপিএফ-এ সারা দেশ জুড়ে কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এ বিশেষ করে সিআরপিএফ-এ এখন ২১২টি শূন্যপদ পূরণের জন্য পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের এক নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিতে আহ্বান করা হয়েছে। আগে থেকে এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। আপাতত শূন্যপদের সংখ্যা দেশ জুড়ে ২১২টি হলেও পরবর্তি সময়ে তা বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে পদভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন।

শূন্যপদগুলো হলো —

(০১) পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর (আরও) ঃ শূন্যপদ ১৯টি। এর মধ্যে ৮টি অসংরক্ষিত, ২টি ইডব্লিওএস, ৫টি ওবিসি, ৩টি এসসি এবং ১টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। (০২) পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর (ক্রিপটো) ঃ শূন্যপদ ৭টি। এর মধ্যে ২টি অসংরক্ষিত, ১টি ইডব্লিওএস, ২টি ওবিসি, ১টি এসসি এবং ১টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। (০৩) পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর (টেকনিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ৫টি। এর মধ্যে ২টি অসংরক্ষিত, ১টি ইডব্লিওএস, ১টি ওবিসি, ১টি এসসি এবং ০টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। (০৪) পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর (সিভিল) ঃ শূন্যপদ ২০টি। এর মধ্যে ৮টি অসংরক্ষিত, ২টি ইডব্লিওএস, ৫টি ওবিসি, ৩টি এসসি এবং ২টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। (০৫) পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (টেকনিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ১৪৬টি। এর মধ্যে ৫৯টি অসংরক্ষিত, ১৫টি ইডব্লিওএস, ৩৯টি ওবিসি, ২২টি এসসি এবং ১১টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। (০৬) পদের নাম - অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (ড্রাফটসম্যান) ঃ শূন্যপদ ১৫টি। এর মধ্যে ৬টি অসংরক্ষিত, ২টি ইডব্লিওএস, ৪টি ওবিসি, ২টি এসসি এবং ১টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

প্রতি ক্ষেত্রে বয়স - ০১-০৮-২০২৩ এর হিসেবে ২১-২৭ বছর, সংরক্ষিত ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। যেমন এসসি/ এসটি ৫ বছর, ওবিসি ৩ বছর ইত্যাদি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশ হতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট যোগ্যতা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। মূল মাইনে - লেভেল-৫ এর ভিত্তিতে ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা এবং লেভেল-৬ এর ভিত্তিতে ৩৫,৪০০ - ১১২,৪০০ টাকা এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে। তবে পদ অনুযায়ী মূল মাইনে ভিন্নতর।

শারীরিক মান ঃ সকল পদের ক্ষেত্রেই শারীরিকভাবে ফিট্ হতে হবে। যেমন উচ্চতা - ত্রিপুরার পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি, মহিলাপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ পুরুষদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি, ফুলিয়ে ৮২ সেমি। শুধুমাত্র তফশিলি উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। দেহের ওজন ঃ উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন বিবেচিত হবে। ডাক্তারি মান ঃ দৃষ্টি শক্তি - চশমা ছাড়া দুই চোখের দূরের দৃষ্টি ৬/৬ এবং ৬/৯। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যাড়া চোখ হলে চলবে না। প্রার্থীদের উচ্চ বর্ণ নির্ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোনও প্রকার বর্ণান্ধতাজনিত রোগ থাকতে পারবে না। ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ আবাসিকতার সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতেবসবাসকারী প্রার্থীদেরকে বিবেচনা করা হবে।

প্রাক্তন সৈনিকদেরপুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশা সংক্রান্তপরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং মেডিক্যাল ফিটনেস বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মিলিটারি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় আরও ৩ বছরের ছাড় রয়েছে। তবে, সেনাবাহিনীর সার্ভিসে এবং পুনর্নিয়োগের ব্যবধান ২৪ মাসের বেশি হতে পারবে না। মেডিক্যাল ক্যাটেগরি অবশ্যই 'এ' প্রকৃতির হবে হবে, যা সেনাকর্তৃপক্ষ দ্বারা ন্যূনতম 'ভালো' বলে প্রশংসিত হতে হবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২১ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোরকীপার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* আইআইটি-তে **রেজিস্ট্রার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২, ৪০ ও ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের এনআইটি-তে **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি, পিএইচডি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৬০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে **মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএমপাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩২২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, লিখিত পরীক্ষা ৬ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা।

* বহিঃরাজ্যের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে **স্টাফ নার্স, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এইমস-এ **প্রফেসর, অ্যাসি. প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমডি, এমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বিশ্ব ভারতী-তে **এলডিসি, এমটিএস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরে **নার্সিং সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

সপ্তাহের প্রতি দিন ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকবে সুপ্রিম কোর্টে ভার্চুয়াল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : মামলা রুজু করার জন্য কোর্ট-কাছারিতে ছুটোছুটিতে কিছুটা স্বস্তি। এ বার হাতের নাগালে এল 'ই-ফাইলিং ২.০'। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মামলা রুজুর নতুন পরিষেবা।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে এ ধরনের দু'টি পরিষেবাকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সপ্তাহের প্রতি দিন ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকবে এই ভার্চুয়াল ব্যবস্থা।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে আদালতের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে দীর্ঘ দিন ধরেই সওয়াল করছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। আদালতের বদলে ভার্চুয়াল ভাবে যাতে মামলা রুজু করা যায়, সে রকম বন্দোবস্ত করার পক্ষেই মত তাঁর। এত দিনে সেই পরিষেবা চালু করা সম্ভব হল। আইনজীবীরা যাতে এই পরিষেবার সদ্ব্যবহার করেন, সে মর্মে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আজ সকালে 'ই-ফাইলিং ২.০' পরিষেবা চালু করেছি আমরা। সমস্ত আইনজীবীর জন্য ২৪অ৭ এই সুবিধা পাওয়া যাবে।" তাঁর কথায়, "যাঁরা এই প্রযুক্তির সঙ্গে তেমন সড়গড় নন, তাঁদের জন্য এই (ই-সেবাকেন্দ্রের) সুবিধা চালু করা হয়েছে। 'ই-ফাইলিং ২.০' ব্যবহার করার জন্য সমস্ত আইনজীবীকে অনুরোধ করব।"

এই পরিষেবার সাহায্যে মামলা রুজু করা ছাড়াও দেশের যে কোনও আদালতের মামলার সম্পর্কেও জানা যাবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, "ই-সেবাকেন্দ্রে এসে মামলা রুজু করা ছাড়াও গোটা দেশের যে কোনও কোর্টে চলা মামলার অগ্রগতি বিষয়েও জানতে পারবেন যে কেউ।" নতুন পরিষেবাকে স্বাগত জানান সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা-সহ অন্য আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতির প্রশংসা করে সলিসিটর জেনারেল বলেন, "কেবল মাত্র আপনার জন্য (এই পরিষেবা ব্যবহারের) মানসিক বাধা কাটাতে পেরেছি।"

নার্সদের অবদানকে স্মরণ, ভারত তথা বিশ্বজুড়ে পালিত আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি.স.): ভারত তথা বিশ্বজুড়ে শুক্রবার ''''আন্তর্জাতিক নার্স দিবস'''' পালিত হচ্ছে। আধুনিক নার্সিং-এর পথ প্রদর্শক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী স্মরণ করে প্রতি বছর ১২-ই মে পালিত হয় ''''ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে''''। চিকিতা ক্ষেত্রে ডাক্তারদের পাশাপাশি নার্সদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই দিনটি। এবছর দিনটি পালনের মূল ভাবনা "আমাদের নার্স — আমাদের ভবিষ্যত"। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই দিবসে স্বাস্থ্য পরিষেবার ভিত হিসেবে কঠোর পরিশ্রম এবং নিঃস্বার্থ সেবার কথা স্মরণ করে তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশেষ করে অতিমারীর সময় মানুষের জীবন রক্ষায় তাদের অসামান্য আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত মানব জাতিকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে।

কুস্তিগীরকাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে ১৮ মে দেশ জুড়ে আন্দোলনের ডাক

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : কুস্তিগীরকাণ্ডে অভিযুক্ত ব্রিজ ভূষণ ও সন্দীপ সিংকে গ্রেফতারের দাবিতে আগামী ১৮ মে ছয়টি সংগঠন দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন এবং সভা ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে। মূলত, সিটু, এআইকেএস, এআইএডাব্লুইউ, এআইডিডাব্লুএ, ডিওয়াএফআই এবং এসএফআই এই প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

দিল্লির যন্তর মন্তরে কুস্তিগীরদের অনির্দিষ্টকালের ধরনা চলছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এখনও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

সিটুর সর্বভারতীয় নেতা তপন সেন শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে বলেন, "যৌথ প্ল্যাটফর্ম - এসকেএম, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা সমিতি এবং ছাত্র ও যুবকদের সংগ্রামের প্রতি সংহতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছে। শুক্রবার শ্রেণি ও গণসংগঠনের অনলাইন বৈঠক হয়।

যেখানে ১৮ মে সারা দেশে এই কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমস্ত সংগঠনের রাজ্য কমিটিগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যের সর্বাধিক সংখ্যক জায়গায় মিছিল, ধরনা ও মোমবাতি মিছিল ইত্যাদি যৌথভাবে পরিকল্পনা ও সংগঠিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

এআইকেএসের বিজু কৃষ্ণান বলেন, 'প্রতিবাদের জন্য ক্রীড়াবিদদের, বিশেষ করে তরুণ পুরুষ ও মহিলাদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। মহিলা সংগঠনগুলি একটি দেশব্যাপী স্বাক্ষর অভিযান করছে। এটি ১৮ মে এই বিক্ষোভের সময়ও অব্যাহত রাখা হবে।

মহিলা সংগঠনের নেত্রী মরিয়ম ধাওয়ালে বলেন, 'আমরা এর আগে ২৭ এপ্রিল যৌথ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলাম। যা সারাদেশে ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কুস্তিগীরদের সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের যৌথ একাত্মতার ধারাবাহিকতায়, এই কাজগুলি ১৮ মে সংগঠিত করা উচিত। কাজটি এসকেএম ও অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলির দ্বারা প্রদত্ত আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হবে।'

প্রসঙ্গত, ইন্ডিয়ান রেসলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন কুস্তিগীররা। তাঁরা দিল্লিতে ধরনাও দিচ্ছেন। তাঁরা ব্রিজ ভূষণের গ্রেফতারির দাবিতে অনড়। এই নিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরাও।

যৌন হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে এবার রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রিজ ভূষণ শরন সিং দিল্লি পুলিশের কাছে নিজের বয়ান জমা দিলেন। ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কুস্তিগীরদের তরফে বারবার বলা সত্বেও কোনও কাজ না হওয়ায় পথে নামতে হয় দেশের নামকরা অ্যাথলিটদের। যন্তরমন্তরে প্রতিবাদে বসেন তারা। দায়ের করা হয় এফআইআর। কিন্তু সেই এফআইআর নিলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। সবশেষে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হওয়ার পর দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় এফআইআর। সেই এফআইআরের ভিত্তিতেই এবার ব্রিজভূষণের বয়ান নিল দিল্লি পুলিশ।

মহারাষ্ট্র: সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু

মুম্বই, ১২ মে (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পারভানি জেলার সোনপেঠের তান্ডা গ্রামে একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সব শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে মারুতি রাঠোড়ের খামারের কাছে পাঁচজন শ্রমিক সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছিলেন। গভীর রাত হওয়ায় ওই পাঁচ শ্রমিক দীর্ঘক্ষণ বের হননি। এ খবর পেয়ে গ্রামবাসী পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ গ্রামবাসীর সহায়তায় সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে পাঁচ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতরা হলেন শেখ সাদেক (৪৫), শেখ শাহরুখ (২০), শেখ জুনায়েদ (২৯), শেখ নাভিদ (২৫) এবং শেখ ফিরোজ (২৫)। প্রাথমিকভাবে এটি সেপটিক ট্যাঙ্কে বিষাক্ত গ্যাসের কারণে এই ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

সুন্দরবনে এনডিআরএফ টিম

গোসাবা, ১২ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় মোকার প্রভাব দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী এলাকা তথা সুন্দরবনে পড়তে পারে। সেই কথাকে মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ২৫ সদস্যের এনডিআরএফ টিম এল গোসাবায়। পাশাপাশি ৩৬ সদস্যের টিম এল কুলতলিতে এবং ৩৫ সদস্যের টিম এল নামখানায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে এনডিআরএফ দলের সদস্যরা এসে পৌঁছন সমস্ত এলাকায়। তাঁরা শুক্রবার থেকেই এলাকায় ছড়িয়ে যাবেন। আপাতত এলাকার মানুষকে সচেতন করার কাজ করছেন তাঁরা। পাশাপাশি এলাকায় মক ড্রিল করছেন এরা। যদি বিপর্যয় ঘটে তাহলে যাতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করবেন এই দলের সদস্যরা। পাশাপাশি গোসাবা ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে ইতিমধ্যেই কন্টোল রুম খোলা হয়েছে, সমগ্র দিকে নজরদারি চলছে। দুর্বল নদীবাঁধ মেরামতির কাজ চলছে সেচ দফতরের তত্ত্বাবধানে। পাশাপাশি ফ্লাড শেল্টারগুলিকে তৈরি রাখা হয়েছে, শুকনো খাবারও মজুত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে এনডিআরএফের তরফে জানানো হয়েছে তাঁরা প্রস্তুত। ঘূর্ণিঝড় এলে তাঁরা দ্রুত মোকাবিলার কাজ শুরু করবেন।

ঘূর্ণিঝড় 'মোকা'য় সেন্ট মার্টিনের রোহিঙ্গা শিবির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা

চট্টগ্রাম, ১২ মে (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় 'মোকা'-র আতঙ্কে শুক্রবার সকাল থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ছাড়তে শুরু করেছেন সেখানকার বাসিন্দারা। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে সেন্ট মার্টিনের বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন দ্বীপের পাঁচ শতাধিক বাসিন্দা।

বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মোকা। প্রবল হাওয়ার সঙ্গে তীব্র জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দফতর। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দ্বীপ ও উপকূলবর্তী এলাকা থেকে অনেকেই অন্য যায়গায় সরে গিয়েছেন। বিপদ সংকেত শোনা যাচ্ছে রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ক্রমেই বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে মোকা। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে। কেন্দ্রের ৬৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে।

বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে প্রথমেই দেশের উপকূলের খুলনা-সাতক্ষীরা ও বরিশাল বিভাগের কথা উঠে আসে। কারণ, গত দেড় দশকে সব কটি ঘূর্ণিঝড় প্রথমে খুলনা, সাতক্ষীরা ও বরিশাল উপকূলে আঘাত হেনেছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'মোকা' এবার পুরোন পথ বাদ দিয়ে কক্সবাজার ও মায়ানমার উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। আর ওই এলাকা শুধু ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের গতির কারণেই ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনটা নয়।

সেন্টমার্টিন ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আবদুর রহমান বলেন, "ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা সংকেত জারি হওয়ার পর থেকে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ব্যাপক মাইকিং করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে কক্সবাজারের টেকনাফে চলে গিয়েছেন, পাঁচ শতাধিক মানুষ। আমি নিজেও টেকনাফে রয়েছি। সার্ভিস বোট, ফিশিং বোটসহ বিভিন্ন নৌযানের মাধ্যমে দ্বীপের বাসিন্দারা নিরাপদে চলে গিয়েছেন।"

উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্যোগে স্থানীয়দের জন্য সরকারি-বেসরকারি ৮৭টি আশ্রয়কেন্দ্র-সহ শতাধিক হোটেল-মোটেল ও ডাকবাংলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিশেষ জোন হিসেবে সেন্টমার্টিন, শাহপরীর দ্বীপের জন্য নৌবাহিনী-সহ বিজিবি, পুলিশ, কোস্টগার্ড, ফায়ার সার্ভিস, মেডিক্যাল টিমসহ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

জেলার সব সরকারি আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। জেলার ৯টি উপজেলায় ৪৪৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যেখানে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৭৫ জন আশ্রয় নিতে পারবেন। জেলা সদর ও প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। ৯ উপজেলায় ৮৪টি মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রেড ক্রিসেন্ট, ফায়ার সার্ভিস ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতিবৃষ্টিতেও সেখানে পাহাড়ধসের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়ার আশ্রয় শিবিরগুলোয় ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা বসবাস করে, সেখানে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। কারণ, রোহিঙ্গাদের বসতি এলাকাগুলো মূলত পাহাড়ের মধ্যে। আর ওই পাহাড়গুলির মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশি। ফলে ভারী বৃষ্টিতে সেখানে পাহাড়ধসের আশঙ্কাও সবচেয়ে বেশি।

পিছিয়ে গেল হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উদ্বোধনের দিন

কলকাতা, ১২ মে (হি. স.) : কথা ছিল আগামী সোমবার হাওড়া-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উদ্বোধন হবে। ১৪টি এসি চেয়ার কার ও ২টি এক্সিকিউটিভ চেয়ার কার বিশিষ্ট এই ট্রেনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তা তিনদিন পিছিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে মহড়া। তবে ১৫ মে হচ্ছে না উদ্বোধন। হবে ১৮ মে। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। যাত্রাপথে ট্রেন দাঁড়াবে খড়গপুর, ভদ্রক, বালাসোর, কটক, ভুবনেশ্বর এবং খুরদা রোডে। যাত্রাপথ মোট ৫০০ কিলমিটার। গড় গতি থাকবে ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। মানে যাত্রাপথে মোট সময় প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা।

জানা গিয়েছে, খড়গপুর ডিভিশন থেকে এই ট্রেন পরিচালনার কথা থাকলেও তা উদ্বোধন হবে ওড়িশা থেকে। হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬টা ২০ নাগাদ। ট্রেন পুরী পৌঁছাবে দুপুর ১২টা ৩৫ নাগাদ। আবার পুরী থেকে ছাড়বে দুপুর ১টা ৫০ মিনিট নাগাদ। হাওড়া আসবে সন্ধ্যা সাড়ে৮টা নাগাদ।

উল্লেখ্য, বন্দে ভারতের হাওড়া-পুরী ট্রেনে চাপতে পারবেন ১ হাজার ১২৮ জন যাত্রী। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে আগামী ১৮ মে উদ্বোধন হবে কলকাতা মেট্রোর কবি সুভাষ (গড়িয়া) থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি) রুট।

মালদায় আবার জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক, সংঘাতের আবহ

মালদা, ১২ মে (হি. স.) : ফের একই দিনে মালদায় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের জাতীয় ও রাজ্য কমিশনের কর্তারা। সংঘাত এড়ানো গেলেও রাজ্য কমিশনের ভূমিকায় খড়্গহস্ত কেন্দ্রীয় কমিশন। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক কানুনগো জানালেন, "প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে সমস্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে।"

পুলিশ এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। শুক্রবার দিল্লি থেকে মালদা আসে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। মালদা শহরের যুব কল্যাণ আবাসে রাজ্যের প্রথম শিশু অধিকার রক্ষার শিবির করেন। ওই অস্থায়ী শিবিরে শিশুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং সামাজিক প্রকল্পগুলোর সঠিক ভাবে কার্যকরী তথ্য সংগ্রহ করেন তিনি। জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেন। পাশাপাশি, শিশুদের আধার কার্ড-সহ শিশু সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা হলে তার সমাধানের লক্ষ্যে ওই শিবিরের আয়োজন বলে জানান তিনি। জাতি শংসাপত্র, জন্ম শংসাপত্র, স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ইত্যাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা আছে কি না, তা নিয়ে ওই শিবিরে খোঁজখবর করা হয়। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীও।

বৈঠকে জেলা প্রশাসনের পদস্থ কোনও কর্তা উপস্থিত হননি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের দল। প্রিয়াঙ্ক অভিযোগের সুরে বলেন, "রাজ্যের শাসক পুলিশকে দিয়ে আমার উপর গোয়ান্দাগিরি করছেন। শিশুদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা দলের এই শিবির। সেখানে অসহযোগিতা করছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, সুপারিশের এক মাস পরেও গাজলের নির্যাতিতা পরিবার সাহায্য পায়নি।"

শুক্রবার ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম, সাদলাপুর এলাকার বেশ কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করে ওই কেন্দ্রীয় দল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর সাময়িক পরিস্থিতি দেখেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান। তাঁরা পুরাতন মালদার নবাবগঞ্জ এলাকার মৃত 'ধর্ষিতা'র পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। অভিযোগ করেন পুলিশের রিপোর্ট এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। পুরো বিষয়টির একটি রিপোর্ট তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে জানানো হবে বলে জানান প্রিয়াঙ্ক।

একই সঙ্গে মালদায় নাবালিকার ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগের ঘটনার তদারকি করতে আসেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। তার নেতৃত্বে ছিলেন চেয়ারপারসর্ন সুদেষ্ণা রায়। তিনি বলেন, "জেলা প্রশাসনের রিপোর্টের পরই এই সফর। অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।" তবে ঘটনার ১৭ দিন পরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কেন দেখা করতে এলেন তার কোনও উত্তর দেননি সুদেষ্ণা।

বিবাদের জেরে স্ত্রীকে গুলি করে পলাতক স্বামী

পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ মে (হি. স.) : স্বামীর সঙ্গে বিবাদের জেরে স্ত্রীকে গুলি করল স্বামী। বৃহস্পতিবার রাতের এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপাতিনগর থানার পাউসি এলাকায়।

অভিযোগ, রাত ১০ টা নাগাদ ভূপতিনগরের পাউসিতে সুধাংশু মিদ্যার মেয়ে যমুনাকে গুলি করে জামাই দীপঙ্কর দলপতি । এর পরই অভিযুক্ত দীপঙ্কর পালিয়ে যায়। গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসে পাড়া প্রতিবেশীরা দেখেন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় যমুনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ভূপতিনগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোরও। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ দীপঙ্কর দলপতি বিজেপি কর্মী। এলাকার বিজেপি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতির ছায়াসঙ্গী হওয়ার কারণে বন্দুক নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। এমনকী সবসময় বলে, তাঁর কেউ কিছু করতে পারবে না।

ভারতের উন্নয়ন বিজেপির জন্য প্রত্যয় এবং প্রতিশ্রুতি : প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১২ মে (হি.স.): গুজরাটের গান্ধীনগরে প্রায় ৪, ৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতের উন্নয়ন আমাদের জন্য প্রত্যয় এবং প্রতিশ্রুতি। দেশ গঠন একটি অবিচ্ছিন্ন দায়িত্ব যা আমরা পূরণ করতে কাজ করি। যখন দরিদ্ররা তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি নিয়ে কম চিন্তিত হয়, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ২০১৪ সালের পর, আমরা দরিদ্রদের

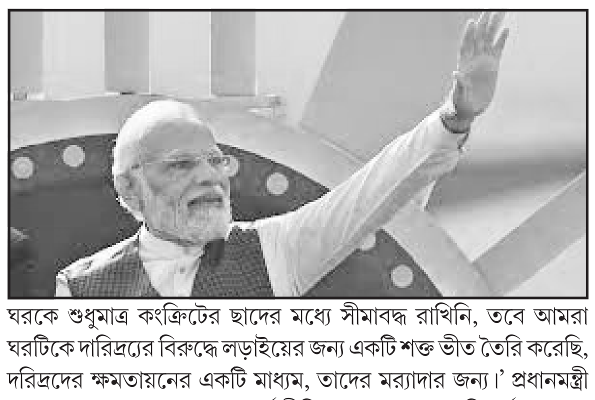

ঘরকে শুধুমাত্র কংক্রিটের ছাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিনি, তবে আমরা ঘরটিকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি শক্ত ভীত তৈরি করেছি, দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম, তাদের মর্যাদার জন্য।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, পুরোনো ব্যর্থ নীতি দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না, দেশকে সফল করতে পারে না। আগের সরকার এবং আজকের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা সত্যিই দরিদ্রদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

দ্য কেরালা স্টোরি নিষিদ্ধ কেন, বাংলাকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১২ মে (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ করেছেন "দ্য কেরালা স্টোরি"। কেন নিষিদ্ধ করা হল এই ছবি, তা জানতে চেয়ে এবার রাজ্যকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় প্রশ্ন করেন, "একটি ছবি যখন সারা দেশে চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গও দেশের থেকে আলাদা নয়। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে নিষেধাজ্ঞার কী প্রয়োজন। মানুষ যদি ছবিটা পছন্দ না করেন, তা হলে দেখবেন না। জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন"।

রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। তিনি বলেন, "আবেদনটি হাইকোর্টে করা উচিত ছিল। শুনানির কোনও যৌক্তিকতা নেই। পরবর্তীতেই প্রযোজকের তরফের আইনজীবী হরিশ সালভে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছবিটি নিষিদ্ধ করার নির্দেশ জারি করেছে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে সিনেমা হলগুলি ছবিটি সরাতে বাধ্য হয়েছে।

শুনানির পর পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু সরকারকে নোটিস পাঠায় শীর্ষ আদালত। যদিও তামিলনাড়ু সরকার জানিয়েছে, আমরা এই নিষেধাজ্ঞা জারি করিনি। প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা নিজেরাই ছবিটি সরিয়ে নেন। আদালত তামিলনাড়ু সরকারকে বলে, এটা আইন-শৃঙ্খলার বিষয়। আপনি থিয়েটারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। এই মামলায় পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ১৭ মে। প্রসঙ্গত, অপপ্রচার বন্ধ করতে কড়া অবস্থান নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিনেমা চলাকালীন রাজ্যে হিংসার ছড়াতে পারে, এমন অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরই পশ্চিমবঙ্গে 'দ্য কেরালা স্টোরি'-কে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বিকৃত তথ্য দিয়ে সিনেমা তৈরি হচ্ছে। একটি সম্প্রদায়কে নিয়ে সিনেমা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাতেও বেঙ্গল ফাইলস তৈরি করতে চাইছে।" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, "রাজ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে পশ্চিমবঙ্গে " দ্য কেরালা স্টোরি" চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এই সিনেমায় যেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে আশঙ্কা করে কলকাতাসহ সব জেলাতে এই ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হল। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেই রাজ্য প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত।" উল্লেখ্য, বিতর্কের মাঝেই ৫ মে মুক্তি পেয়েছে "দ্য কেরালা স্টোরি"। যদিও কেরলের বিভিন্ন জেলায় এই ছবির প্রদর্শনী বাতিল করা হয়েছে। ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই এই ছবি ঘিরে উত্তাল হয় সামাজিক মাধ্যম। ছবিকে 'প্রোপাগান্ডা' হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে বাম-কংগ্রেস। এমনকী অভিযোগ তোলার চেষ্টা হয়, ছবির মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক মানসিকতা ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

শুক্রবার সচিবালয়ে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন মিজোরামের পরিবহণ মন্ত্রী টি জে লালনুন্টলুয়াঙ্গা।

নেশামুক্ত ভারত অভিযানে সমাজিক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে নেশামুক্ত ভারত অভিযান উপলক্ষে আজ আগরতলায় ম্যারাথন র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় এই ম্যারাথন র‍্যালির সূচনা করেন। এই ম্যারাথন র‍্যালি উপলক্ষে নেশামুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচির সাথে 'ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' ও 'মিশন বাৎসল্য' প্রকল্পকেও যুক্ত করা হয়েছিল। র‍্যালির সূচনা করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, নেশামুক্ত ভারত অভিযানে ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজিক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। নেশামুক্ত ভারত অভিযানকে সফল করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই অভিযানে ত্রিপুরাকেও নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, শিশু ও কন্যা সন্তান সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতেই এই ম্যারাথন র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কন্যা সন্তানদের বিকাশে ত্রিপুরা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি নিয়েছে। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' কর্মসূচিটি আমাদের দেশে চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালে। এই কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শিশু কন্যাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখা। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন ও সিনিয়র স্টেট কো-অর্ডিনেটর শিবাঙ্গি গর্গ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক ড. চন্দ্রানী বিশ্বাস। ম্যারাথন র‍্যালিটি উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ট্যাবলো সহ এই সুসজ্জিত ম্যারাথন র‍্যালিতে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সিডিপিও, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সুপারভাইজারগণ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, এনসিসি ক্যাডেট, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকগণ অংশ নেন।

আধিকারিক

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব সামলেছেন। কর্মজীবনে সৎ এবং নিষ্ঠাবান আধিকারিক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। বর্তমানে তিনি সমন্বয় দফতরে কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী আইসিএআর-এ কর্মরত রয়েছেন। তাঁর বাবা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. কে বি দে কয়েক বছর পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন।কিছুদিন পূর্বে তিনি নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু, তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতি হওয়ায় তাঁকে এয়ার এম্বুলেন্সে কলকাতায় উন্নত চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অকাল প্রয়াণে টিসিএস আধিকারিক মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক শোকবার্তায় বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়নে টিসিএস আধিকারিক কৃশানু দে-র অবদান সর্বদা স্মরণে রাখা হবে। ভগবান তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শক্তি দিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিবিএসসি পরিচালিত বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের মাধ্যমিকে পাশের হার একশ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মে।। বিশালগড়ের বনেদি স্কুল গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি স্কুল হল আনন্দ মার্গ স্কুল। স্কুলটি সিবিএসসি পরিচালিত।প্রত্যেক বছরের মতো এইবারো এই স্কুলের পাশের হার একশ শতাংশ।এ বছরের সিবিএসসি পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই স্কুলের ৫৩ জন ছাত্রছাত্রা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এরমধ্যে ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে ও ১৪ জন ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধীকারি হলেন আহমেদ ফারহান। আহমেদ ফারহান এর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯ সে ৯৭.৮০ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। ৫০০ এর মধ্যে। ফারহান বাংলায় ১০০ এর মধ্যে ১০০ নম্বর পেয়েছেন।বাকি ছাত্র-ছাত্রাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞানে ৯৮,কেউ অংকে ৯৮ করে নম্বর পেয়েছেন। এই বছরের মাধ্যমিকের ফলাফলে খুবই খুশি ছাত্রছাত্রী, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অভিভাবক মহলে। স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ স্কুলের হলঘরে সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রাদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বছর স্কুলের সাফল্য তুলে ধরেন। গোটা বিশালগড় মহকুমা বাসীর উদ্দেশ্যে এই সাফল্য অর্পণ করেন তৎসঙ্গে আগামী দিনে ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

বামুটিয়া ব্লকের বিভিন্ন বিভাগে ৮টি পুরস্কার পেল লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ২০২৩ পঞ্চায়েতে রাজ দিবসে রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েতকে তাদের কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয় ।ঠিক তেমনি বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত বামুটিয়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত সব গুলি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৮ টি বিভাগে বিশেষ ভুমিকায় প্রথম,দ্বিতীয় ,তৃতীয় স্থান দখল করে পুরষ্কৃত হয় ।লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত রেগার কাজ করানোর দিক দিয়ে দ্বিতীয় হয়,প্রথম হয় সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে এমন ৮টি বিষয়ে ২০২৩ এ লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের কাজের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা পালন করায় পুরস্কৃত হয়। এ বিষয়ে লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপর্ণা দাস জানান পঞ্চায়েত প্রধান,পঞ্চায়েত সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সকলের সম ভাবে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা ছিল এবং কাজ করেছেন এবং এই কারণেই তারা আজ এই সম্মান পেয়েছেন এবং আগামী দিনে আরো ভালো কাজ করার আশা ব্যাক্ত করেন লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অপর্ণা দাস ।তবে সূত্র মারফত জানা যায় এই অপর্ণা দাসকে পছন্দ করতেন না বামুটিয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, একাধিকবার এর প্রমাণ ও দেখা গিয়েছে এবং এই বিষয়ে অবগত ছিলেন ৩ নং বামুটিয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সহ একাধিক নেতা নেত্রী ।কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে কাজের মাধ্যমে নিজের অবস্থান তুলে ধরলেন জনগনের সামনে লক্ষ্মীলুঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অপর্ণা দাস ।এখন সময় বলবে আগামীদিনে কতদূর জনগনের জন্য কাজ করেন বা করতেন পারেন এই পঞ্চায়েত প্রধান।

৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের

● প্রথম পাতার পর

শুক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা সকলেই প্রশিক্ষণহীন। বিচারপতির রায়, আগামী ৪ মাস চাকরিচ্যুতরা স্কুলে যেতে পারবেন। এই রায় প্রসঙ্গে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ ।বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সহপর্যবেক্ষক অমিত মালব্য শুক্রবার টুইটারে লেখেন, "একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপে, কলকাতা হাইকোর্ট ৩৬,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন নিয়োগ অভিযান চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। এই নিয়োগের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রীরা বিপুল পরিমাণ টাকা তুলেছিলেন। এই মাপে এমন ঘটনা আগে কখনও এ দেশে ঘটেনি। অনেক ছোট নিয়োগ কেলেঙ্কারির জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা জেলে গেছেন। আইনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরা পড়ার সময় এসেছে ।বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এত বড় দুর্নীতি কোথাও হয়নি। এরপর তৃণমূলের সরকার চালানোর অধিকার নেই। আমরা বার বার চাকরি বিক্রির অভিযোগ করেছিলাম। আজ আদালতের রায় বুঝিয়ে দিল, আমাদের অভিযোগ ঠিক ছিল। আজকের দিনটা বাংলার জন্য লজ্জার।"এই মামলার অন্যতম আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, "প্রাথমিকের নিয়োগে কী বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছিল, হাই কোর্টের রায়ই তার প্রমাণ।" বিরোধী দলগুলির বক্তব্য, বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের তরফে ওয়েবসাইটে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিতে গিয়ে মানিক ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ টানলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ।ক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বিচারপতি জানান, ওই শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন মানিকবাবু। তাই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার খরচ রাজ্য সরকার চাইলে মানিকের কাছ থেকে নিতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ।নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় মানিকবাবুকে আদালতে ডেকেও পাঠিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মতো আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মানিকবাবুকে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁকে সেই সময় বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশের সময় আবার মানিক্যবাবুর প্রসঙ্গ টানলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ।শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গত বছরের ১১ অক্টোবর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেফতার করেছিল মানিকবাবুকে। বর্তমানে পলাশিপাড়ার বিধায়কমানিকবাবু জেলবন্দি। তাঁর স্ত্রী-পুত্রকেও গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় অতীতে মানিকবাবুর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। দেশে, বিদেশে মানিকবাবুর যত সম্পত্তি আছে, তা বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি ।বিচারপতি বলেছিলেন, জরিমানার অর্থ না মেটানো পর্যন্ত তাঁকে সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হবে না। মানিকবাবুকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। মামলাকারী ২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার্থী শাহিলা পরভীনের অভিযোগ ছিল, জরিমানার টাকা মানিকবাবু দেননি। এই অভিযোগের পরেই মানিকবাবুর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করার কথা বিবেচনা করছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ।শুক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার অনতিবিলম্বেই পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানালেন, তাঁরা ওই রায় হাতে পাননি। তবে এ ব্যাপারে আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন ।গৌতমবাবুর কথায়, "৩৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে বিরাট বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। বোর্ড আইনি পরামর্শ নিচ্ছে। আমরা এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করতে যাচ্ছি।" তবে এ ব্যাপারে হাই কোর্টের অর্ডার হাতে পেলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছে পর্ষদ। শুক্রবার যে ৩৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁদের প্রশিক্ষণ নেওয়া নেই বলে জানানো হয়েছিল। পর্ষদ সভাপতি গৌতমের দাবি, "যাঁদের প্রশিক্ষণ নেই বলা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু এখন আর অপ্রশিক্ষিত নন। পর্ষদ তাঁদের ওডিএল মোডে প্রশিক্ষণ করিয়েছে।" এমনকি, পর্ষদ এই শিক্ষকদের এনসিটিই নিয়ম মেনে প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পর্ষদ।

ইমরান খান

● প্রথম পাতার পর

মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠায়নি। সময়সীমা শেষ হওয়ার পর অভিযোগ পাঠানো যাবে না বলে দাবি করেন তিনি ।বিচারপতি খাজা হারিসকে প্রশ্ন করেন, আপনার তোলা রিজার্ভেশনের বিষয়ে দায়রা আদালতের বিচারক কী বলেছেন? জবাবে ইমরানের আইনজীবী বলেন, মামলায় জবানবন্দি রেকর্ডের সময় বিষয়টি দেখবেন বলে বিচারক জানিয়েছেন। একইসঙ্গে মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি করেন তিনি। ইমরান খানের আইনজীবীর যুক্তি শোনার পর, ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অভিযোগের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে মোট ২১৩০ জন নার্স কর্মরত রয়েছেন। তারা চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। নার্সদের সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে স্টাফ নার্সদের এখন থেকে নার্সিং অফিসার হিসেবে গণ্য করা হবে। এছাড়াও অন্যান্য নার্সদের সম্মান প্রদান করার বিষয়ে সরকার আন্তরিক উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) হরপ্রসাদ শর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার রেবিকা ডার্লং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নার্সিং প্রতিষ্ঠানে পাঠরত সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্ক'ত করা হয়। এছাড়াও রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য ৩টি নার্সিং প্রতিষ্ঠানকে পুরস্ক'ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন।

গাড়ি আটক

● প্রথম পাতার পর

তারা। আজ কুমারঘাট থানার ওসি সংকর সাহার নেতৃত্বে এমনি একটি গরু বোঝাই গাড়িকে আটক করলো কুমারঘাট থানার পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোর ৫ টা নাগাদ ৯১ মাইল নাকা পয়েন্ট থেকে টিআর০২জে১৫৭১ নাম্বারের একটি বোলেরো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গরু উদ্ধার করা হয়। উত্তর জেলা থেকে পেচারথল থানা টপকে একটি বোলেরো গাড়িতে গরু বোঝাই করে কুমারঘাটের দিকে নিয়ে আসছিলো। কুমারঘাট প্রবেশের মুখেই পুলিশের জালে আটক ৯টি গরু সহ গাড়ি চালক , এবং গরু গুলির মালিক। গাড়ি চালকের বাড়ি পানিসাগর এলাকায়। নাম রাজীব উদ্দিন ।গরুর মালিক ইসমাইল মিয়া ।বাড়ি ফটিকরায়।

ধর্ষণের মত ঘটনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে কঠোর হচ্ছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, তিনি এই ঘটনার সম্পর্কে অবগত হয়ে সাথে সাথে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এবং ঘটনার সাথে যারা জড়িত সকলকে গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যারা এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত করেছে তাদের মানসিক বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই বরদাস্ত করবে না সরকার। এবং এই ধরনের ঘটনার সাথে যারা জড়িত তারা যাতে কোন অবস্থাতেই রেহাই না পায় তার জন্য আইন আইনের পথে চলবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সক্রিয় রোগী ৪৮

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১০৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ২ জন এবং পশ্চিম জেলা ও খোয়াই জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আদালত চত্বরে নাগরিকদের সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্ক থাকবে। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা আদালত চত্বরে নোটিশপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব দাতামোহন জমাতিয়া দ্রত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মামলা নিস্পত্তির সুবিধা নিতে অনুরোধ করেছেন। ত্রিপুরা আইন সেবা কর্ত'পক্ষের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে

● প্রথম পাতার পর

আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসক তাঁদেরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, আহতরা হলেন মেলাঘরের বাসিন্দা অঙ্কিতা দত্ত (৩৩), বিকাশ দত্ত (৬৪) এবং রুবি দত্ত (৫৫)।

উভয়েই

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে হতো সেটা জানা ছিল না রাজ্যবাসীর। গণধর্ষণের ঘটনার সাথে জড়িত যুবকের বাড়ি থেকে আই পি এল জুয়া খেলার কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এটা অকল্পনীয়। সুতরাং এখন দেখা যাচ্ছে কেঁচো বের করতে গিয়ে সাপ বের হয়ে এসেছে। এখন এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করা হচ্ছে বলে জানান পবিত্র কর।

বিপ্লবের

● প্রথম পাতার পর

অর্থানুকুল্যে নির্মানের দাবি জানান শ্রীদেব। তৎসঙ্গে, এই বিমান বন্দরটি দ্রুত চালু করার বিষয়েও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া খুব শীঘ্রই এই মর্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

আহত চার

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ মূলে সাতজনের মধ্যে একজনকে গ্রেফতার করে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে।

গোলাঘাটি বিধানসভার মোহন্ত পাড়ার রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। গোলাঘাটি বিধানসভার মোহন্ত পাড়ায় যাতায়াতের রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। অর্ধ নির্মিত লোহার ব্রিজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাঁশের তৈরি সাঁকোই পারাপারের একমাত্র রাস্তা। এডিসির উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলির বাস্তব চিত্র যে কতটুকু উন্নত হয়েছে তা একমাত্র ভুক্তভোগী উপজাতি অংশের মানুষরাই জানে। এডিসির ক্ষমতা রয়েছে তিপরা মথার হাতে। নির্বাচনের আগে ক্ষমতা হাসিল করার স্বার্থে তিপরা মথার নেতাকর্মী যে মানুষের স্বার্থে কতটুকু কাজ করে চলেছে তারই এক জলজ্যান্ত উদাহরণ উঠে আসলো ১৭ গোলাঘাটি বিধানসভার মোহন্ত পাড়া এলাকা থেকে। ওই এলাকায় মানুষ চলাচলের জন্য যে রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষা মরসুমে এই বেহাল রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচলের জন্য উপযোগী থাকেনা। ওই এলাকায় নদী পারাপারের জন্য দীর্ঘ অনেক বছর আগে একটি লোহার ব্রিজ ,অর্ধ নির্মিত ভাবে ফেলে রাখায় বর্তমানে ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়ে রয়েছে। যার ফলে ওই এলাকার মানুষ নদী পারাপারের জন্য বাঁশের সাকু ব্যবহার করছে। এই পাশের সাঁকো দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল পড়ুয়া ছোট ছোট শিশুরা সহ এলাকার মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এলাকার এই একাধিক সমস্যার কথা স্থানীয় তিপরা মথার নেতাকর্মীরা জানা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দিয়ে আসছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান আর কিছুতেই হচ্ছে না। বর্তমানে গোলাঘাটি বিধানসভার বিধায়ক হচ্ছেন তিপরা মথা দলের মানব দেববর্মা। তিনিও এই এলাকাটি উন্নয়নের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এলাকার মানুষের দাবি রাজ্য সরকার যদি তাদের এলাকা উন্নয়নের জন্য একটু মুখ তুলে তাকায় তাহলে এলাকার সাধারণ মানুষ অন্তত একটু হলেও এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারবে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে জাতীয় সেবা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে জাতীয় সেবা প্রকল্পের (এনএসএস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশেও জাতীয় সেবা প্রকল্পের ইউনিটগুলি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় সেবা প্রকল্পের ইউনিটগুলিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আজ আগরতলার বিজয়কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় আয়োজিত জাতীয় সেবা প্রকল্পে ৭ দিনব্যাপী বিশেষ শিবির এবং রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয়ের ডিজিট্যাল লাইবেরীরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষ রোপন করেন।

বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, গতানুগতিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিকেও বিদ্যালয়ের পাঠদানে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা এবং উপদেশ শিক্ষার্থীদের মনে গভীর রেখাপাত করে যা তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে। শিক্ষার্থীদের বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদের সঙ্গে ভালবাসা দিয়ে কথা বলার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাইরের দেশের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসতেন। কিন্তু মাঝে এই পরম্পরা বিলোপ হয়ে পড়ে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেত'ত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এই পরম্পরা পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণদের মতামত নিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি দেশবাসীর জন্য প্রস্তুত করেছে যা আগামী দিনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলেন, যাদের কাছে অধিক 'ান থাকবে তাদের হাতেই আগামীদিনে ভারতবর্ষ ও সমগ্র বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব থাকবে। তিনি শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলা করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন ।অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক'ষি এবং খেলাধূলার উপর বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে। সরকার মানুষের সমস্যা নিরসনে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছে এ সরকার।

আলোচনায় রক্তদান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত দানের উর্দ্ধে রক্তদান। বর্তমানে রক্তের পৃথকীকরণের মাধ্যমে একজনের রক্ত দিয়ে চারজন মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ে ডিজিট্যাল লাইবেরী উদ্বোধন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ডিজিট্যাল যুগে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজিট্যাল লাইবেরীর মাধ্যমে বই পড়া অনেক সহজলভ্য। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, জাতীয় সেবা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা গড়ে তোলা। নিজে আত্মনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি অন্যকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এনএসএস'র কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজয়কুমার বালিকা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনামিকা দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান উপানন্দ দেববর্মা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা এবং শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা।

আন্তর্জাতিক নার্স ডে উপলক্ষে বিশালগড় হাসপাতালের নার্সদের সংবর্ধনা দিল প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ মে।। শুক্রবার ছিল ১২ মে আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস।এই দিনে ১৮২০ সালে ১২ই মে ফ্লুরেন্স নাইটিঙ্গেল জন্মগ্রহন করেন।ফ্লুন্স নাইটিঙ্গেল এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উনার জন্মদিনটিকে আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস উপলক্ষে পালন করা হয় ।আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত সকল নার্সদের সংবর্ধনা জানানো হয় সাংবাদিকদের তরফে। এদিন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকরা প্রথমে ফ্লুরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এরপর কর্মরত সেবিকাদের এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। আলোচনা করতে গিয়ে বিশালগড় প্রেসক্লাব সম্পাদক তাজুল ইসলাম বলেন , ফ্লুরেন্স নাটিঙ্গলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার জন্মদিনটিকে ১৯৬৫ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ নার্সেস আন্তর্জাতিক হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে প্রতিবছর এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়ে থাকে। ফোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন আধুনিক নার্সের জননী। ১৮২০ সালে ১২ই মে উনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিবছর এই দিনটিতে কর্মরত নার্সদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। বিশালগড় সাংবাদিকদের তরফে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবছর কর্মরত সেবিকা দের প্রতি সম্মান জানানো হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সিপাহীজলা জেলা ক্লাবের সভাপতি উদয়ন চৌধুরী, সাংবাদিক হারাধন দেবনাথ গৌতম ঘোষ, জীবন সাহা এবং ফাহিম আহমেদ। প্রেসক্লাব সভাপতি ভবতোষ ঘোষ এবং বিশালগড় মহাকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক জে এম দাস। ডাক্তারদের পাশাপাশি নার্সদের অক্লান্ত সেবাদানের জন্য বহু রোগী ও রোগীর পরিবারের লোকজনেরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যান। তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে একথা বলেন প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ।

ম্যালেরিয়া নিয়ে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। আজ স্পন্দন সামাজিক সংস্থা আয়োজন করেছিল সচেতনতামূলক এক শিবির। বোধজং এইচএস স্কুলের ১০০ জন ছাত্রকে নিয়ে এই সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। সচেতনতা মূলক এই শিবিরে এনএইচএম থেকে উপস্থিত ছিলেন স্টেট কনসালটেন্ট ভারতী চক্রবর্তী। এই সচেতনতা মূলক শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেক্রেটারি ডঃ হৈমন্তী ভট্টাচার্য বলেন আমরা সাতটি বিষয় নিয়ে সচেতনতা মূলক শিবির এর আয়োজন করতে চলছি এই প্রচারে আমরা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ২০ টি স্কুলএর সাথে যোগাযোগ করে নিয়েছি। প্রচার চালানোর জন্য মেম্বাররা তৈরি করে নিয়েছে ড্রামা টিম। স্পন্দনের নাটকের টিম খুব শক্তিশালী। আমরা আশা করি আমাদের এই সচেতনতামূলক শিবির অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। সচেতনামূলক এই শিবিরটি সঞ্চালনা করেন সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ মনীষা কর্মকার।শিবিরে ম্যালেরিয়া নিয়ে মূল বক্তব্য রাখেন সংস্থার মেম্বার ডক্টর সমরজিৎ ভট্টাচার্যী এবং ম্যালেরিয়া নিয়ে কুইজটি সঞ্চালন করেন সংস্থার সদস্য ডঃ অভিজিৎ আচার্য। ঞ্ছঞ্চএর পক্ষ থেকে তথ্য মূলক বক্তব্য রাখেন ভারতী চক্রবর্তী এবং সবশেষে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত ভট্টাচার্য উনার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং ছাত্রদের প্রভাবিত করে অনুপ্রাণিত করেন।

মণ্ডল সদস্যের মাতৃ বিয়োগে মণ্ডলের শোক ও সমবেদনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। গত ২২.০৫.২০৩২ ইং ৩ নং বামুটিয়া মণ্ডলের মণ্ডল সদস্য এবং ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নারায়ণ শীল এর মাতা বাসনা শীল পরলোক গমন করেন।৩ নং বামুটিয়া মণ্ডল সদস্য নারায়ণ শীলের মাতৃ বিয়োগের খবর পেয়ে শোক প্রকাশ করেন বামুটিয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস সহ ৩ নং বামুটিয়া মণ্ডল।এবং আজ অর্থাৎ ১২-ই মে শুক্রবার বামুটিয়া মণ্ডলের এক প্রতিনিধি দল মণ্ডল সদস্য নারায়ণ শীলের বাড়িতে যান এবং খুঁজ খবর নেন।এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ৩ নং বামুটিয়া মণ্ডলের মণ্ডল সহ সভাপতি নারায়ণ সাহা,নিরঞ্জন দাস মণ্ডল সদস্য সুভাষ পাল, তাপস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।পাশাপাশি বামুটিয়া এলাকার বিশিষ্ট সাংবাদিক বাদল চন্দ্র দাস ফটিকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান নারায়ণ শীল এর মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বামুটিয়া মণ্ডলের প্রতিনিধি দল জানান গত ২২.০৫.২০২৩ ইং বামুটিয়া মণ্ডলের মণ্ডল সদস্য নারায়ণ শীলের মাতৃ বিয়োগ হয় এবং খবর পেয়ে উনারা সঙ্গে সঙ্গে খুঁজ খবর নেন এবং আজ মণ্ডলের তরফে এক প্রতিনিধি দল মণ্ডল সদস্য নারায়ণ শীলের বাড়িতে যান এবং কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এবং মণ্ডল সদস্য নারায়ণ শীলের মাতৃ বিয়োগে গভীর শোক প্রকাশ করেন পাশাপশি পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।এবং বলেন ৩ নং বামুটিয়া মণ্ডল এলাকার প্রত্যেকটি নেতা কর্মী থেকে শুরু করে সকল জনগনের পাশে আছে এবং আগামীদিনেও থাকবেন।

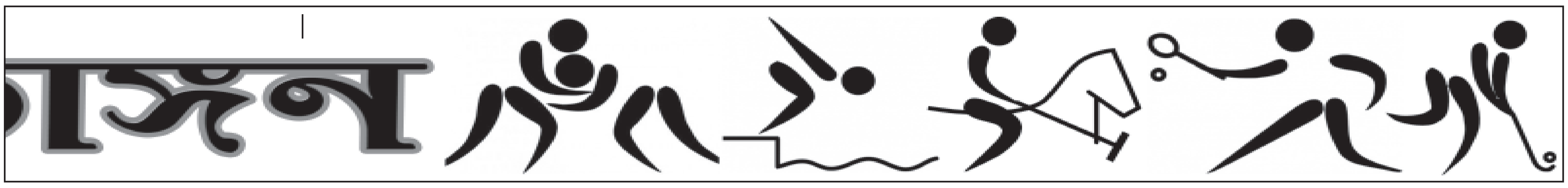

১ম ডিভিশন ক্রিকেট : বিএসটি-কে হারিয়ে জয়ে ফিরলো চলমান

ইউবিএসটি-৭৯/১০(১৯) চলমান-৮৪/৪(১৩.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। চলমানে বিধ্বস্ত ইউ বি এস টি। কার্যত বিনা লড়াইয়ে চলমানের কাছে আত্মসমর্পন করলো ইউ বি এস টি। কৃষ্ণধন নম:-র বিষাক্ত স্পিনের ভেলকিতে কুপোকাৎ হলো ইউ বি এস টি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে শুক্রবার চলমান সঙ্ঘ জয়লাভ করে ৬ উইকেটে। প্রথমে ব্যাট করে ইউ বি এস টি-র গড়া মাত্র ৭৯ রানের জবাবে চলমান সঙ্ঘ ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয়ী দলের কৃষ্ণধন নম: ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন।

এনিয়ে আসরে দ্বিতীয়বার ইনিংসে ৫ বা তার বেশী উইকেট পেয়েছে কৃষ্ণধন। আপাতত উইকেট দখলের দৌড়ে সর্বাগ্রে রয়েছে ওই স্পিনারটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে চলমানের অধিনায়ক লক্ষ্মণ পাল বিপক্ষকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। শুরুতে পেসার দেবোত্তম ঘোষ এবং শেষে স্পিনার কৃষ্ণধনের ভেলকির সামনে ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি ইউ বি এস টি-র ব্যাটসম্যান-রা। ওপেনার অরূপ লিনহা রায় যদি সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতেন তাহলে ইউ ইব এস টি-র স্কোর ৫০ রানের গন্ডি পার হতো কীনা তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিতো। অরূপ ২৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করেন।

এছাড়া দলের পক্ষে সৌরভ সিং ১৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দলের আর কোনো ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি।

চলমানের পক্ষে কৃষ্ণধন নম: (৭/৯) এবং দেবোত্তম ঘোষ (২/১১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে চলমান সঙ্ঘ১৩.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে তন্ময় দাস ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, শায়ক রায় ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং লক্ষ্মণ পাল ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন।

ইউ বি এস টি-র পক্ষে রাজা নিগম (২/৩৪) সফল বোলার।

ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস সংস্থাকে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের স্বীকৃতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। সর্বভারতীয় বডি বিল্ডারস ফেডারেশনের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরার সংস্থা। আজ, শুক্রবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সংস্থার অনুমোদনের কথা জানানো হয়। পাশাপাশি আরও ঘোষণা করা হয়, আগামী নভেম্বর মাসে রাজ্য আসর এবং জাতীয় আসর আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা বডিবিল্ডারস এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে প্রথমবার রাজ্যে এসেছেন ওয়ার্ল বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক্স স্পোর্টস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক চেতন মনোহর পাথরে। সঙ্গে এসেছেন ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি হীরল শেঠ। আজ বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক প্রেস প্রিভিউ অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের অনুমোদনের কথা সর্বসম্মুখে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি রাজ্য কমিটির পূর্ণাঙ্গ গঠনও সাংবাদিকদের জানানো হয়। রাজ্য কমিটিতে সভাপতি তনয় দাস, সহ-সভাপতি মাথুর নন্দী, নন্দন দে, যীশু দেব; সাধারণ সম্পাদক শায়ংকি সাহা, যুগ্ম সম্পাদক তাপস ভৌমিক, দুলাল দাস, রাজেশ শর্মা, শান্তনু সাহা ও ভাস্কর চক্রবর্তী। কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ সাহা, সদস্য প্রানজিৎ পাল, বিক্রম দেবনাথ, সৌরপ্রতিম শর্মা ও বিশ্বজিৎ বনিক। উল্লেখ্য, স্বীকৃতি ঘোষণার এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য রাজ্যের প্রায় ৪০ জন ক্রীড়া সাংবাদিককে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের প্রতিনিধিবর্গ এবং রাজ্য সংস্থার পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধান চাই

Ref :- Belonia Women P.S. Case No. 2023WMNO11 dated , 08/05/2023 366(A)/34IPC

পাশের ছবিটি শ্রী বিশ্বজিৎ রুদ্র পাল, বয়স-২০, বৎসর পিতা শ্রী গোপাল রুদ্র পাল, গ্রাম চিত্তামারা নিকটবর্তী বিবিআই ভাট্টা, থানা- বিলোনীয়া দক্ষিণ ত্রিপুরা। উল্লেখিত আসামী বিলোনীয়া মহিলা থানার 2023WMNO11 নং মোকদ্দমায় অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার এরানোর জন্য পলাতক। উক্ত আসামীর সর্ম্পকে কাহারো কোন থত্য জানা থাকিলে নিম্ন লিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগ ঃ

১। এসপি(ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনীয়া

ফোন নম্বর ঃ ০৩৮২৩ ২২২০৫২ ৯৪৮৫১৪৭৮২৯ / ৭৬২৮০০৭০৭৯

২। বিলোনীয়া মহিলা থানা ঃ ৬০৩৩২৩৭৫১৭

পুলিশ সুপার
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

ICA-D-204/23

রাজদ্বীপের বোলিংয়ে ব্লাডমাউথের বিজয় রথ থামিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক বিসিসি-র

বি সি সি-১৩৫/১০(৪৫.৪) ব্লাডমাউথ-৯০/১০(২৭.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। অঘটন ঘটালো বি সি সি। পরাজিত করলো দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে থাকা ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি সিনিয়র ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে রাজদ্বীপ দত্ত-র ঘুর্ণি ঝড়ে উড়ে গেলো ব্লাডমাউথের যাবতীয় প্রতিরোধ। বি সি সি জয়লাভ করলো ৪৫ রানে। শুক্রবার সকালে প্রথমে ব্যাট করে বি সি সি-র গড়া ১৩৫ রানের জবাবে ব্লাডমাউথ ৯০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রাজদ্বীপ দত্ত ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন সকালে ব্লাডমাউথের অধিনায়ক তুষার সাহা টসে জয়লাভ করে বি সি সি-কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে বি সি সি-কে লড়াকু স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন সাগর শর্মা। সাগরের হাত ধরে বি সি সি ১৩৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সাগর ৭৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪, শচীন শর্মা ৭৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং রিয়াজ উদ্দিন ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে রুখে দাঁড়াতে পারেননি। ব্লাডমাউথের পক্ষে প্রশান্ত ভান্ডারি (২/৮), অরবিন্দ বর্মা (২/১২), তুষার সাহা (২/১৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিলো ব্লাডমাউথের ইনিংস। শুরুতে অনুজ পাল আঘাত আনার পর শেষটা করেন রাজদ্বীপ দত্ত এবং সাগর শর্মা। ওই ত্রয়ীর বিধ্বংসী বোলিংয়েমাত্র ৯০ রানে গুটিয়ে যায় ব্লাডমাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে তুষার সাহা ২৪ বল খেলে ১৩, কৌশল আচার্য ১৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং স্বরব সাহানি ২০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। বি সি সি-র পক্ষে রাজদ্বীপ দত্ত (৫/২৪), সাগর শর্মা (২/৯) এবং অনুজ পাল (২/১৩) সফল বোলার। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ৩ টিতে জয় পেয়ে খেতাব জয়ের লড়াইয়ে টিকে রইলেন দীপক ভাটনাগরের দল।

অমরেশের হাত ধরে হার্ভেকে হারিয়ে শীর্ষস্থান অটুট পোলস্টারের

হার্ভে-১০৯/১০(৩৮)পোলস্টার-১১২/৩(২৬)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো পোলস্টার ক্লাব। অনায়াসেই পরাজিত করলো হার্ভে ক্লাবকে। টানা ৫ ম্যাচে পরাজিত হয়ে শেষের দিকের প্রথম স্থানে রয়েছে হার্ভে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পোলস্টার জয়লাভ করে ৭ উইকেটে। হার্ভের গড়া ১০৯ রানের জবাবে পোলস্টার ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়া দলের অমরেশ দাস প্রথমে বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করেছেন। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে হার্ভে ক্লাব ৩৮ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান করে। একসময় ৬৪ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দল যখন খাদের কিনারায় ছিলো তখন পামির দেবনাথ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে দলকে ১০০ রানের গন্ডি পার করাতে মুখ্য ভূমিকা নেন। দলের পক্ষে শ্রীনিবাস দাস ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, সমীর দেববর্মা ৫৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, পামির দেবনাথ ২৯ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। পোলস্টারের পক্ষে অমরেশ দাস (৩/১৭) এবং সন্দীপ সরকার (৩/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে পোলস্টার২৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অমরেশ দাস ৭০ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, দলনায়ক অরিন্দম বর্মন ১৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ (অপ:) এবং মহ: আলবাহার ৬২ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। হার্ভের পক্ষে অর্কজিৎ দাস (২/৩৯) সফল বোলার।

রাজ্য অনূর্ধ ১৭ স্কুল ফুটবলে সাফল্যের লক্ষ্যে স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। রাজ্য স্কুল ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় আজ ধলাই জেলা দল ১-০ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী ধলাইয়ের পক্ষে খামানজয় রিয়াং জয় সূচক গোলটি করে। অপর খেলায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে উত্তর ত্রিপুরা জেলা দলকে পরাজিত করে। বিজয়ী দল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে জন দেববর্মা একাই দুইটি গোল করে। তবে প্রথম গোলটি হয় বিরু দেববর্মার পায়ে খেলার ১৬ মিনিটের মাথায়।

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি ?

উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয় ?

উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.

Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।

https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায় ?

উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায় ?

উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কশিনার
আগরতলা পুর নিগম

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা PMAY-G (Katcha House) (Annexure –C) ঘর অপেক্ষামান তালিকাভুক্ত নিম্নলিখিত সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সময়ে ব্লক অফিস ও গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ভিলেজ কমিটি অফিস থেকে যোগাযোগের পরেও নিম্নলিখিত সুবিধাভোগীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা না করার কারনে কাকড়াবন আর.ডি ব্লকের অধীনে PMAY-G (Katcha House (Annexure –C) ঘরগুলি Registration ও Sanction দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব আপনি যদি সরকারী ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭(সাত দিনের মধ্যে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় প্রমান পত্র সহ গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা ভিলেজ কমিটি অফিস এবং কাকড়াবন আর.ডি. ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আপনার নাম অপেক্ষামান তালিকা PMAY-G (Katcha House) (Annexure –C) থেকে বাদ দেওয়া হবে।

PMAY-G MIS অনুযায়ী আপনার নাম ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে আছে তা নিম্নে দেওয়া হলঃ-

PMAY-G (KATCHA HOUSE) (ANNEXURE –C)

Sl. No.	Name of GP/VC	Name of Beneficiary	Beneficiary ID
1	Dhuptali	UTTAM TRIPURA	TR1212191
2	Ichachara	DULAL NAMA	TR1257477
3	Ichachara	HARIDHAN DAS	TR1279772
4	Ichachara	JIBAN NAMA	TR1268633
5	Ichachara	NANDALAL SHIL	TR1176938
6	Ichachara	NEPAL DEB ROY	TR1188747
7	Ichachara	NIRUDA DAS	TR1128648
8	Ichachara	PURNABASI DEBNATH	TR1200459
9	Ichachara	RADHARANI DAS	TR1223540
10	Ichachara	RENU BALA DAS	TR1268565
11	Ichachara	SHYAMAL DEB	TR1268568
12	Ichachara	INDRA MOHAN DAS	TR1234953
13	Ichachara	SHEPALI DAS	TR1176935
14	Ichachara	UTTAM DEB	TR1128670
15	Ichachara	MADHUSUDHAN DAS	TR1312418
16	Jamjuri	JAMUNA RABI DAS	TR1364758
17	Jamjuri	JIBAN DEB	TR1153029
18	Kakraban	DEBASHIS DAS	TR1312502
19	Kakraban	DULAL SHIL	TR1234965
20	Kakraban	FARUK HOSSEN	TR1375103
21	Kakraban	MAMATA BHOUMIK	TR1246275
22	Kakraban	MANORANJAN SAHA	TR1279791
23	Kakraban	NIRMAL SAHA	TR1333724
24	Kakraban	RATI RANJAN DAS	TR1301760
25	Kakraban	SANDHYA RANI DEBNATH	TR1140893
26	Kakraban	SANJOY BHATTACHARJEE	TR1402427
27	Kakraban	SENTU LAL SAHA	TR1200468

স্বাঃ অস্পষ্ট

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কাকড়াবন আর. ডি. ব্লক
উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা।

ICA/D-211/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শক্তিকেন্দ্রের বিস্তারকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া চিকিৎসক ও নার্সদের গুরু দায়িত্ব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া চিকিৎসক ও নার্সদের গুরু দায়িত্ব। শুক্রবার আগরতলাস্থিত অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালে মেগা রক্তদান শিবিরে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।
সাথে তিনি যোগ করেন, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে প্রাধান্য দিয়েই দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তার, নার্সদের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, রাজনীতি করে সরকার গঠন হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের রাজনীতি করলে চলবে না।
এদিন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, করোনার প্রকোপের পূর্বে রক্তদান গণআন্দোলনে পরিনত হয়েছিল। গত ২ বছরে ত্রিপুরায় রক্তদানে কিছুটা ভাঁটা পড়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী ও ত্রিপুরার সরকারের প্রচেষ্টায় মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসছেন।
এদিন অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারে আয়োজিত রক্তদান শিবির এবং আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে উদযাপনে অংশগ্রহণ করেছেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ডাঃ দেবাশীষ বাসু, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব ও অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ধর্মনগরে পালিত বিশ্ব নার্স ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে পালিত হলো ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল দিবস অর্থাৎ নার্স ডে উপলক্ষে রক্তদান শিবির। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলস এর জন্মদিনটি নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ধর্মনগর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এই দিনটি পালন করা হয়। উপলক্ষে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার ,বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রথমেই রক্ত দান করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল নাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মোকা, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মোকা। দুর্যোগ মোকাবিলা করতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ভোরবেলা দক্ষিণ-পূর্ব সাগরে মোকার জন্ম হয়েছে। তারপর সাগর থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মোকা নামে এই ঘূর্ণিঝড়। মোকার ঘূর্ণিঝড়ের গতিবিধির দিকে সর্বক্ষণ নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন। ঘূর্ণিঝড় এখনো রাজ্যে প্রবেশ না করলেও ইতিবাচক সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠকের পর জেলা প্রশাসনকে সর্তক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরায় গোমতি জেলা, দক্ষিণ জেলা এবং ধলাই জেলায় মোকার প্রভাব পড়বে বলে কমলার সংকেত জারি করেছে রাজ্য আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি বাকি পাঁচটি জেলায় হলুদ সংকেত জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। প্রস্তুত রাখা হয়েছে এন ডি আর এফ, এস ডি আর এফ, ফায়ার সার্ভিস সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার সাথে জড়িত সমস্ত দপ্তরকে। এই বিষয়ে শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমকে অবগত করেছেন এস পি ও ডা. এস কুমার দাস। তিনি জানান, শুক্রবার সকালের রিপোর্ট অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান করেছে। তারপর প্রতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে উত্তরে এগোচ্ছে। মাঝ সমুদ্রে বাক নিয়ে সে তার অভিমুখ পরিবর্তন করে উত্তর পূর্ব দিকে ঘুরে যাবে। ত্রিপুরার দিকে ধেয়ে আসছে। ত্রিপুরা, মিজোরাম, দক্ষিণ মনিপুর, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের উপর আছড়ে পড়বে। ১৩ মে বৃষ্টির সাথে স্বল্প ঘূর্ণিঝড় হবে। কিন্তু ১৪ মে ঘন্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে সাইক্লোন হবে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করছে। যদি কোন সহযোগিতায় প্রয়োজন হয় তাহলে হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আরো জানান আগামী ১৫ মে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা না থাকলেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরোপুরিভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছে বলে জানান তিনি।

তেলিয়ামুড়া এক রাতে দুই বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ মে।। আবারো রাতের অন্ধকারে দুটি দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ডের ঘটলো তেলিয়ামুড়ায়! রাতের অন্ধকারে দুটি বাড়িতে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাগুলি ঘটে। ঘটনাগুলি ঘটে তেলিয়ামুড়া থানাধীন মেলাপাথর এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ, মেলাপাথর এলাকার বাসিন্দা বিশু ভৌমিক বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ তার পরিবার সহ বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে যায়। রাতের বেলায় বাড়ি না ফেরায়, ঘরে লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতের কোন এক সময় ঘরের দরজার তালা ভেঙে চোর ঘরে প্রবেশ করে চুরি কাণ্ড সংঘটিত করে। ঘরে থাকা নগদ ৬০ হাজার টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায় চোর। লণ্ডভণ্ড করে দেয় ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র। পরবর্তীতে শুক্রবার সকাল নাগাদ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারে বাড়ির অন্যান্য লোকজনেরা। শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি, ছুটে আসে এলাকার লোকজন এবং খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে। অন্যদিকে, একই রাতে মেলাপাথর এলাকার বিসু মজুমদার নামের অপর এক ব্যক্তির বাড়িতে ঘরে লোকজন থাকা সত্ত্বেও দুঃসাহসিক চুরি-কাণ্ড সংঘটিত করে চোর। বৃহস্পতিবার রাতে বিসু মজুমদার ও তার পরিবার ঘরে ঘুমাচ্ছিল, এই সুযোগে ঘরের জানালা দিয়ে চোর ঘরে প্রবেশ করে নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার ভোররাত আনুমানিক ৩ঃ৩০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারে ঘরে থাকা বিসু মজুমদার ও তার পরিবারের লোকজনেরা। একই রাতে একই এলাকা থেকে দুটি বাড়িতেই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে। এলাকাবাসীদের দাবি ওই এলাকায় যাতে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় এবং এই চুরি কান্ডের ঘটনাগুলির নেপথ্যে থাকা মাস্টারমাইন্ড দের পুলিশ যাতে অতিদ্রুত আটক করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জানা যায় অতিতেও ওই এলাকায় বাইসাইকেল সহ বিভিন্ন গৃহপালিত পশু পাখির চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফলে একপ্রকার আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম রয়েছে মেলাপাথর এলাকায়।।

নগদ ৯৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার কান্ডে বিশেষ তদন্ত টিম গঠন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। কলেজ ছাত্রী ধর্ষণ মামলায় তদন্তে নেমে পুলিশ শুক্রবার নগদ ৯৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল প্রসেনজিত পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে। ওই ব্যক্তি ধর্ষণের ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ির চালক। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে উদ্ধারকৃত টাকা ক্রিকেট ম্যাচের বেটিং তথা আইপিএল'র জুয়া থেকে গৃহীত। পুলিশ প্রসেনজিত পাল এবং তার সাগরেদদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। একটি স্পেশাল টিম সাথে পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে বিস্তারিত তদন্তের জন্য।

গোমতীর জলে তলিয়ে গেল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,১২ মে।। গোমতীর জলে তলিয়ে গেলো যুবক। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত টাউন রাজারবাগ এলাকার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানাযায় আজ টাউন রাজারবাগ এলাকার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন বাহাদুর পালের ছেলে সায়ন পাল অন্য দুই জন প্রতিবেশী যুবকের সাথে গোমতী নদীতে স্নান করতে যায়। স্নান করতে করতে একটা সময় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সায়ন প্রতিবেশী যুবকদের থেকে আলাদা হয়ে নদীর মধ্যে চলে যাচ্ছে দেখে প্রতিবেশী দুই যুবক সায়নকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে।পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে আসেন ও তদন্ত শুরুকরেন।পরবর্তীতে মহকুমা এন ডি আর এফ টিম খোঁজাখুজি শুরু করেন। সংবাদ লেখা অব্দি সায়নের নিথর দেহ এখনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। আগামীকাল সকালে আবার তল্লাশি শুরু হবে।সায়নের গোমতীর জলে তলিয়ে যাওয়ায় রাজারবাগ সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

আগরতলা টাউন হলে বিজেপির শক্তি কেন্দ্র বিস্তারক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। শুক্রবার আগরতলা টাউনহলে বিজেপির শক্তি কেন্দ্র বিস্তারক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক অরবিন্দ মেনন ও প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সাংগঠনিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে শাসক দল বিজেপি। কেননা সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্য থেকে দুটি আসনই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিজেপি দলের পক্ষ থেকে প্রতিটি বুথ এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সাংগঠনিক এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার আগরতলা টাউন হলে বিজেপির শক্তি কেন্দ্র বিস্তারক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক অরবিন্দ মেনন ও প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন বিগত বিধানসভা নির্বাচনে যেসব বুথ এলাকায় বিজেপির শক্তি খানিকটা কম বলে পরিলক্ষিত হয়েছে সেই সব বুথ এলাকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন বুথ স্বশক্তিকরনের মধ্য দিয়েই সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

স্কুলের প্রিন্সিপালকে বদলির দাবীতে সড়ক অবরোধ তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ মে।। 'প্রিন্সিপাল ম্যাডাম''কে বদলি করতে হবে', 'আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে এই আন্দোলন চলছে চলবে'-- এই শ্লোগান''কে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের সম্মুখে পথ অবরোধের নাটক মঞ্চস্থ করল পড়ুয়ারা। ঘটনা তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শুক্রবার। ঘটনার বিবরণের জানা যায়, তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টি রাজ্য সরকারের বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পের অন্তর্গত। এই বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রিন্সিপাল হিসাবে রয়েছেন সর্বাণী ভট্টাচার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ,, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শুরু থেকেই নাকি খারাপ আচরণ সহ গালিগালাজ ইত্যাদি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল দীর্ঘদিন ধরে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের বিরুদ্ধে। অবশেষে শুক্রবার সেই চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ফলে পড়ুয়ারা পথ অবরোধে শামিল হয়। তাদের দাবি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সর্বাণী ভট্টাচার্যকে বদলি করতে হবে এবং বিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে যাওয়া দুই শিক্ষক যথাক্রমে বিশ্বজিৎ রায় এবং প্রদীপ কুমার দেবনাথকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।তবে স্থানীয় একাংশ সূত্রে জানা গেছে,, বিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশনে যাওয়া গুণধর দুই শিক্ষক যথাক্রমে প্রদীপ কুমার দেবনাথ এবং বিশ্বজিৎ রায়ের অপ্রত্যক্ষ মদতেই শুক্রবার বিদ্যালয়ের কোমলমতি পড়ুয়ারা পথ অবরোধের নাটক মঞ্চস্থ করে। পথ অবরোধ করেও পড়ুয়ারা ক্ষান্ত থাকে নি। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে বিশালাকারের এক তালা ঝুলিয়ে দেয়। এবং বিদ্যালয়ের ভেতরে প্রিন্সিপাল সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালা বন্দি করে রাখে। এই ঘটনার দীর্ঘ প্রায় এক দেড় ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হলেও ঘটনাস্থলে দেখা মেলেনি শিক্ষা দপ্তর বা প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। পরবর্তীতে অবরোধের প্রায় দেড় দু'ঘণ্টা পর ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ এসে প্রথম দফায় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু তারা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। এর প্রায় ত্রিশ মিনিট পর তেলিয়ামুড়ার দুই ডি.সি.এম বাপ্পাদিত্য ভৌমিক ও অমিত রায়চৌধুরী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুই ডি.সি.এমের উপস্থিতিতে তালা মুক্ত হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। পরবর্তীতে দীর্ঘক্ষন দফায় দফায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে অবশেষে প্রায় তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা পর মুক্ত হয় এই পথ অবরোধ। অন্যদিকে এই পথ অবরোধের ফলে রাস্তার উভয় পাশে আটকে পড়ে ছোট বড় বিভিন্ন যানবাহন। যেহেতু সকাল সকাল পথ অবরোধের ঘটনা সংঘটিত হয় সেহেতু অফিস কর্মচারী, বিদ্যালয় পড়ুয়া, কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে সকলেই পথ অবরোধে আটকা পড়ে দীর্ঘক্ষণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তবে শুক্রবারের এই পথ অবরোধের নাটক যে রীতিমতো ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাবহার করে পেছন থেকে অন্য গেইম খেলা হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই সাধারণ মানুষজনদের। ছাত্র-ছাত্রীদের এহেন পথ অবরোধের নাটকের ফলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল মূলত ছিঃ ছিঃ করছে।

ইণ্ডিয়ান ম্যারিটাইম ইউনিভার্সিটিতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৪০টি আসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। চেন্নাইস্থিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্ডিয়ান ম্যারিটাইম ইউনিভার্সিটিতে উত্তর পূর্বা'লের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্নাতকস্তরের কোর্সে ৪০টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। চেন্নাই ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রয়েছে কলকাতা, মুম্বাই পোর্ট, কোচি, নবি মুম্বাই ও বিশাখাপত্তনমে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব কোর্সে পড়ার সুযোগ রয়েছে সেগুলি হচ্ছে পিএইচডি এবং এমএস (গবেষণামূলক), ২ বছর মেয়াদি এমবিএ (পোর্ট অ্যাণ্ড শিপিং ম্যানেজমেন্ট), ২ বছরের এমবিএ (ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন অ্যাণ্ড লজিস্টিকস), ৩ বছর মেয়াদি বিএসসি (নটিক্যাল সায়েন্স), ৪ বছর মেয়াদি বিটেক (ম্যারিন ইর্ন্ঞিনিয়ারিং), ৩ বছর মেয়াদি বিবিএ (লজিস্টিকস রিটেলিং অ্যাণ্ড ই-কমার্স), ৪ বছর মেয়াদি বিটেক (ন্যাভেল আর্কিটেকচার অ্যাণ্ড ওসেন ইর্ন্ঞিনিয়ারিং), ৩ বছর মেয়াদি এপ্রেন্টিসশিপ এমবেডেড বিবিএ (ম্যারিন লজিস্টিকস), ২ বছর মেয়াদি এমটেক (ন্যাভেল আর্কিটেকচার অ্যাণ্ড ওসেন ইর্ন্ঞিনিয়ারিং), ২ বছর মেয়াদি এমটেক (ড্রেজিং অ্যাণ্ড হার্বার ইর্ন্ঞিনিয়ারিং), ২ বছর মেয়াদি বিটেক (ম্যারিন ইর্ন্ঞিনিয়ারিং), ১ বছর মেয়াদি পিজি ডিপ্লোমা (ম্যারিন ইর্ন্ঞিনিয়ারিং), ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা (নটিক্যাল সায়েন্স) ও পোস্ট সি কোর্স। এ সমস্ত কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ০৪৪-২৪৫-৩৯০২৭ / ০৪৪-২৪৫৩৯০২৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণের প্রতিবাদে এআইডিএসও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে শুক্রবার। ছবি নিজস্ব।

জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মে।। স্কুল শিক্ষা- স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা শুরু। শুক্রবার পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে সূচনা হয় কর্মশালার।পাঁচ দিন ব্যাপী চলবে এই কর্মশালা। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটি এবং পশ্চিম জেলা শিক্ষা দাহিকারিকের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচী। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সদস্য সচিব কমল বিং, জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপণ রায় সহ অন্যরা। আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে এই কর্মসশালা করা হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্মিলিত ভাবে কিভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুস্থ রাখতে দেওয়া যায় সেসব বিষয়ে আলোচনা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।